শাফায়াত মিলবে কি?

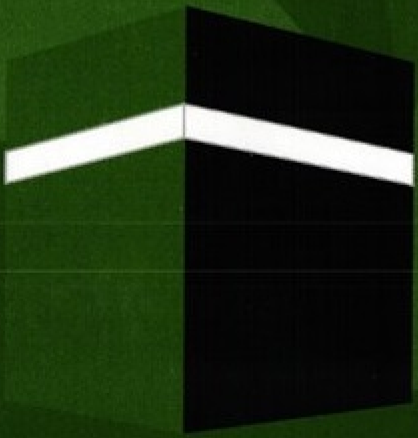

মাসুদা সুলতানা রুমী

শাফায়াত মিলবে কি?

মাসুদা সুলতানা রুমী

পরিবেশনায়

আহসান পাবলিকেশন

কাটাবন ❐ বাংলাবাজার ❐ মগবাজার

www.amarboi.org

শাফায়াত মিলবে কি?
মাসুদা সুলতানা রুমী

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রকাশক

মুহাম্মদ গোলাম মাওলা

মাওলা প্রকাশনী

বড় মগবাজার, ঢাকা

ফোন : ৮৩৫৩১২৭, ০১৯২২-৭০৪২১০

পরিবেশনায়

আহ্সান পাবলিকেশন

কাটাবন, বাংলাবাজার, মগবাজার

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর, ২০১০
শাওয়াল, ১৪৩১
আশ্বিন, ১৪১৭

প্রচ্ছদ

নাসির উদ্দীন

কম্পোজ ও মুদ্রণ

র‍্যাক্স কম্পিউটার

৩১১ বিশ্ববিদ্যালয় মার্কেট (২য় তলা)

কাটাবন, ঢাকা-১০০০

মোবাইল : ০১৭২৬৮৬৮২০২

মূল্য : ত্রিশ টাকা মাত্র

www.amarboi.org

লেখিকার কথা

আমার পাড়া-প্রতিবেশী এবং ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে এমন কিছু আকিদা, চিন্তা-ভাবনা এবং কর্মকাণ্ড দেখি যা সম্পূর্ণভাবে ইসলামী আকিদা ও চিন্তা-চেতনার বিপরীত। যদিও এসব ভদ্র মহোদয় এবং মহিলাগণ আন্তরিকভাবেই নিজেদেরকে মুসলিম বলে পরিচয় দেন।

মুসলিম সমাজেরই এক একজন কর্ণধার তারা। কিন্তু কুরআন ও হাদিসের মানদণ্ডে বিচার করলে তারা কোনো অবস্থাতেই রাসূল (সা.)-এর শাফায়াত পাওয়ার উপযুক্ত নয়। তারা যেসব কর্মকাণ্ড অভ্যস্ত, এভাবেই যদি চলতে থাকে শেষ পর্যন্ত তাহলে এরাইতো সেই ব্যক্তি যাদের দেখে হাওজে কাওসারের পাশে উপবিষ্ট রাসূল (সা.) বলবেন, "ছুহকান-ছুহকান।" মানে দূর হয়ে যাও- দূর হয়ে যাও।"

হাওজে কাওসারের পানিও তারা পাবে না, রাসূল (সা.)-এর শাফায়াতও না।

ভাবতে গেলেই কষ্ট লাগে। আর সেই কষ্ট থেকেই এই লেখার অবতারণা। আমার এই লেখা থেকে দুই একজন মানুষও যদি উপকৃত হন কিংবা সঠিক কথাটি বুঝতে পারেন, তাহলেই আমার লেখা সার্থক হয়েছে বলে মনে করব। লেখার মধ্যে কোনো ভুল পরিলক্ষিত হলে তা একান্ত আমার ত্রুটি। ভুলটা আমাকে দেখিয়ে দিলে আগামী সংস্করণে শুধরে নেব ইনশাআল্লাহ।

মহান রাব্বুল আলামীন যেনো আমার শ্রমটুকু কবুল করে নেন। আর সওয়াবটুকু পৌছে দেন প্রিয়তম রাসূল (সা.), আমার আব্বা এবং কবরবাসী মুমিন, মুমিনাদের প্রতি। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানী হয় যেনো আমার মুক্তির অসিলা। আমীন, ছুম্মা আমীন,

মাসুদা সুলতান রুমী

www.amarboi.org

নব্বই হাজার আয়াত

আমার সেজ ননদ আমেনা বুবুর মৃত্যু খবর পেয়ে তাড়াতাড়ি করে বাড়ি গেলাম। এই তো সেদিন আমার ছেলের বিয়েতে আমেনা বুবু এসেছিলেন। কতো হাসি ঠাট্টা করলেন। খুব হাসি খুশি মানুষ ছিলেন আমেনা বুবু। আমেনা বুবুর বড় আরো দুই বোন এক ভাই আছেন। ছোট আছে দুই ভাই এক বোন। মাঝখান থেকে আমেনা বুবু চলে গেলেন।

আমেনা বুবুর স্বামী আদেল উদ্দীন দুলাভাই খুব ধনী মানুষ ছিলেন। কিন্তু সর্বনাশা পদ্মার-ভাঙ্গন তাকে সর্বশান্ত করে দিয়েছে। এক ছটাক জমিও আর অবশিষ্ট নেই। অন্যের জমি লিজ নিয়ে ঘর বেঁধে স্ত্রী, পুত্র, কন্যা নিয়ে কষ্টেই আছেন। দুই ছেলে এক মেয়ে। ছেলে মেয়েদের তেমন লেখা পড়া শেখাতে পারেননি। অবশ্য সবারই বিয়ে হয়ে গেছে। শুনলাম মৃত্যুর পূর্বে ছেলে এবং বউদের সাথে একটু মনোমালিন্যই চলছিল। কিছু মনোকষ্ট আর অভিমান নিয়েই চলে গেলেন আমেনা বুবু।

সে যাই হোক। বুবুর চল্লিশার জন্য আমার ভাসুরেরা এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনেরা চাঁদা ধরে টাকা যোগার করতে লাগলেন। আমি আমার ভাসুরকে বললাম "ভাইজান, মানুষ মারা গেলে এভাবে দাওয়াত দিয়ে খাওয়ানোর সিষ্টেম কুরআন হাদিসে নেই। এই কাজটা হিন্দুদের দেখা দেখি আমরা করি। হিন্দুরা একে বলে শ্রাদ্ধ। আমরা কেন শ্রাদ্ধ করব?"

ঃ "তাহলে আমাদের কেউ মারা গেলে আমরা কিছুই করব না? শুধু জানাযা পড়ে পুঁতে রাখব? কিছুই করার নেই আমাদের?" বললেন আমার ভাসুর, বললাম রাসূল (সা.) বলেছেন, "কারো আত্মীয়-স্বজন মারা গেলে তার জন্য চারটা কাজ করণীয় থাকে।

১. তার জন্য দু'আ করা

২. তার ঋণ থাকলে পরিশোধ করা

৩. তারা অসিয়ত থাকলে পূরণ করা এবং

৪. তার আত্মীয়-স্বজন কিংবা মেলামেশার লোকজনদের সাথে উত্তম ব্যবহার করা। তো আমরা এই চারটি কাজই আমেনা বুবুর জন্য করতে পারি।"

www.amarboi.org

আমার ছোট ননদের হাসব্যান্ড আব্দুল আলীম খুব বিরক্তির সাথে বলল "তাহলে কি বলতে চান? মানুষকে খাওয়ালে কোনো সওয়াব নেই?"

বললাম, "আছে, তুমি আমাদের দাওয়াত দাও, আরও দশজনকে খাওয়াও সমস্যা নেই। অবশ্যই সওয়াব পাবে কিন্তু কেউ মারা গেলে উদ্দেশ্যমূলকভাবে লোকজনকে খাওয়াতে হবে। গরু, খাসী জবাই করে মজলিস করতে হবে, এমন কোনো কথা ইসলামে নেই। অথচ আমাদের সমাজে এই প্রথাটা এমনভাবে জেকে বসেছে যে ধার দেনা করে এমনকি জমি বন্ধক রেখেও এই কাজটা করে। কিন্তু এসব তো কুরআন হাদিসে নেই।"

"আপনি কুরআন হাদিসের কতোটুকু জানেন? কুরআনে নব্বই হাজার কালাম আছে, ষাট হাজার বাতনে আর ত্রিশ হাজার জাহেরী। আপনি কুরআনের সব কথা কিভাবে জানবেন?" বললাম "এসব কি বলো তুমি? আল কুরআন আল্লাহর বাণী। এখানে ছয় হাজার ছয়শতের বেশী কিছু আয়াত আছে। এর মধ্যে ষাট হাজার ত্রিশ হাজারের হিসাব তুমি কোথায় পেলে? আব্দুল আলীম বিজ্ঞের মতো বললো "তাহলেই বোঝেন, জাহেরী আয়াতগুলোই খুঁজে পাননা। আর বাতনীর খোঁজ কেমনে পাবেন? এসব পাওয়া যাবে পীরের হাতে হাত দিলে। এখানে হলো সিনায় সিনায় পড়াশুনা। জাহেরী লেখাপড়া করলে আলেম হওয়া যায় কিন্তু পীর হওয়া যায় না। আজ পর্যন্ত কোনো আলেমের মাজার শরিফ দেখছেন? আলেমদের কবর কখনও মাজারের মর্যাদা পায়না। কিন্তু প্রত্যেক পীরেরই মাজার আছে। পীরদের কবরকে সবাই মাজারের মর্যাদা দেয়। সেই মাজারের কাছে বসলেই রূহানী ফায়েজ পাওয়া যায়।"

ওর ছেলে বলল "আব্বা সাহাবীদের তো কোনো মাজার নেই।"

রেগে উঠল আলীম ছেলের উপর, অগ্নী দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাচ্ছিল্যের সাথে বলল, "বাদ দে তোর সাহাবী, পীরের সাথে তাদের তুলনা? কোথায় হযরত আলী আর কোথায় ছেড়া জুতায় তালি। শোনো তো বেয়াদপ ছেলের কথা কোথায় বাবা পীর কেবলা তার সাথে জোরা দিচ্ছে কোথাকার কোন্ সাহাবী না কার সাথে.....।" বলে সবার দিকে তাকাল। উপস্থিত অনেকেই তাকে সমর্থন করল। বলেন তো কি বলব এদের? এরা আমারই আত্মীয়-স্বজন অতি ঘনিষ্ঠজন।

এরা কুরআন হাদিস বোঝে ও না মানেও না। এরা বোঝে পীর আর ফকির। সর্ব প্রকারের বিদ'য়াতী কর্মকাণ্ডে এমনভাবে এরা জড়িত যে সেখান থেকে তাদের সরিয়ে আনা সম্ভব বলে মনে হয়না। এরা ভুলের উপর এমনভাবে মজবুত হয়ে

www.amarboi.org

গেছে যে সত্য ও সঠিককে এরা দেখেই না। এদেরকে বুঝানোর চেষ্টা করলে মনে করে তর্ক করা, তখন এরা আল্লাহ, রাসূল এবং আখেরাতে সম্পর্কে এমন অশালীন মন্তব্য করে যে তখন খুব ভয় এবং আফসোস হয় মনে হয় হায় কেন এসব কথা এদের বলতে গেলাম? আমি কিছু না বললে তো এই অশালীন কথা শুনতে হতো না। এই জন্যই আল্লাহ সুবহানাল্লাহ তায়ালা 'মূর্খদের সাথে তর্ক করতে নিষেধ করেছেন" আর যদি কিছু না বলি এদের অস্বাভারিক এবং অশালীন কথার উত্তর না দেই তাহলে আত্মগৌরবের সাথে বলে বেড়ায়' "দেখলে তো কেমন ফুটা বেলুনের মতো চুপসে গেলো। একটু লেখাপড়া জানলেই সবজানা হয়ে যায় না। কতো দিন থেকে বাবার খেদমত করি। তার ফায়েজ কি মোটেও আমার ভেতরে নেই?"

গ্রামের ৯৫% লোকের অবস্থাই এই রকম। এরা বিভিন্ন পীরের মুরীদ কিংবা খাদেম এবং বড় বড় শিরক কিংবা বিদ'য়াতীতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত।

ছোট বেলায় শোনা একটা গল্পের কথা মনে পড়ল। দুইজন কলেজে ছাত্র পাশাপাশি দুই গ্রামের দুই মাতব্বরের বাড়িতে লজিং থাকত। এই দুই গ্রামের মধ্যে মাঝে মাঝেই বিভিন্ন প্রতিযোগিতা হয়। এই যেমন ফুটবল খেলা, হা-ডু-ডু খেলা, কখনও এই গ্রাম জয়ী হয় কখনও ঐ গ্রাম। আজকে তাদের প্রতিযোগিতার বিষয় তাদের দুই শিক্ষককে নিয়ে। ইংরেজীতে কথা বলা প্রতিযোগিতা।

মাঠের ফসল কাটা শেষ হয়ে গেছে। বিরাট মাঠে দুই গ্রামের বিশাল জনতা তাদের দুই শিক্ষককে নিয়ে হাজির। দুই গ্রামের মাতব্বর এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিরা মাঝখানে ফরাশ পেতে বসেছে। দুই পক্ষেই টান টান উত্তেজনা রেফারী বাঁশিতে ফুঁ দিতেই উঠে দাঁড়াল দুই শিক্ষক। দুইজন সালাম বিনিময় করল। তারপর চোঙা মুখে দিয়ে এক শিক্ষক চিৎকার করে বলল। "I dont know"-এর অর্থ বলো।

অপর শিক্ষক প্রথম শিক্ষকের চালাকি ধরতে না পেরে, চোঙা মুখে দিয়ে জোরে বলল "এর অর্থ আমি জানি না।"

প্রথম শিক্ষক হো হো করে হাসতে লাগলো, বললো "হাজেরাইন মজলিস আপনারা শুনলেন আমার প্রতিপক্ষ বন্ধু, আমি যে সামান্য ইংরেজীটা বললাম তা জানে না.....।"

প্রথম পক্ষ জয়ধ্বনী করে উঠল। দ্বিতীয় পক্ষের শিক্ষক সঠিক কথা বুঝানোর খুব চেষ্টা করল কিন্তু তারা কিছুতেই তো শুনলোও না বুঝলও না.....।

www.amarboi.org

এই গ্রাম্য পরিবেশে আমার অবস্থা সেই দ্বিতীয় শিক্ষকের মতোই অনেকটা হয়ে গেল। ওদের আমি সঠিক কথাটা কিছুতেই বোঝাতে পারলাম না।

এইসব পীর ভক্তদের ভক্তি দেখলে গা শিউরে ওঠে।

১. এরা কোনো কাজ শুরু করার পূর্বে বিসমিল্লাহর পবিবর্তে বলে খাজা বাবা,

২. চল্লিশ দিন নিয়ম মাফিক সবক আদায় করলে আল্লাহর সাথে দেখা করা যায়,

৩. এই নওগাঁ জিলায় এক পীর আছে, তার ভক্তরা পীর সাহেবের ছবিকে সেজদা করে।

৪. আর এক পীরের মুরিদেরা দিনে রাতে অসংখ্য বার দরুদ শরীফ পড়ে কিন্তু নামাজ পড়ে না। তাদের পীর কেবলা বলেছেন দরুদ পড়লেই নবীজির সাফায়াত পাওয়া যাবে। আর এই সব মুরিদেরা তাই বিশ্বাস করে। একটুও বিবেক বুদ্ধি কাজে লাগায় না।

রাসূল (সা.) বলেছেন "আমি হাওজে কাওসারের পাড়ে তোমাদের আগেই পৌছে যাব। যে আমার কাছে আসবে তাকে পানি পান করানো হবে। যে একবার সে পানি পান করবে তার আর কোনো দিন পিপাসা হবে না। সেদিন এমন অনেক মানুষ আমার দিকে এগিয়ে আসবে যাদেরকে আমি চিনবো এবং তারাও আমাকে চিনবে। কিন্তু তাদেরকে আমার নিকটে আসতে দেয়া হবে না। আমি বলব 'তারা তো আমার লোক।' উত্তরে বলা হবে "আপনি জানেন না আপনার পরে তারা আপনার দ্বীনে কতো নতুন কথা যোগ করেছে।" অতঃপর আমি বলবো দূর হও, দূর হও ওসব লোক যারা আমার পরে দ্বীনে বিকৃতি ঢুকিয়েছে।" (বুখারী-মুসলিম থেকে রাহে আমল ১ম খণ্ড ৮০-৮১ পৃষ্ঠায়)

আমার আত্মীয়-স্বজনের জন্য আমার খুব ভয় হয় সেই সাথে নিজের জন্য ভয় হয় আরো বেশী। কুরআন হাদিস জানা সত্ত্বেও নিজের প্রিয়জনদের বুঝাতে পারছিনা।

যেসব বাণী নামধারী ব্যক্তিরা ইসলামকে নিয়ে এইভাবে ছিনিমিনি খেলছে অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত মানুষগুলোকে এইভাবে বিভ্রান্ত করছে, কতো বড় দুঃসাহস এদের? ইসলাম এবং কুরআন সম্পর্কে অবলীলায় এরা মিথ্যা তথ্য প্রচার করছে। কি করে এরা রাসূল (সা.)-এর শাফায়াত পাবে? আর এদের ভক্ত অনুরক্ত যারা এদের মুরীদ নামে পরিচিত। তারা তো আল্লাহ বোঝেনা রাসূল বোঝেনা, কুরআন বোঝেনা, হাদিস বোঝেনা, বোঝে শুধু কেবলা বাবা...। কুরআন ও সহীহ হাদিস অনুযায়ী এরা যদি এভাবেই চলতে এবং বলতে থাকে তাহলে এদের নসিবেও আছে রাসূল (সা.)-এর সেই শেষ তিরস্কার ছুহকান-ছুহকান.....।

www.amarboi.org

আর যদি তওবা করে ফিরে আসে তো ভিন্ন কথা। মহান রাব্বুল আলামীন যেনো এদের তওবা করার তাওফীক দান করেন।

হে রাব্বুল আলামীন আমার অক্ষমতাকে ক্ষমা করো। আর তোমার বান্দাহদের সঠিক কথাটা সহজে বোঝার তৌফিক দাও, আমীন।

তিন কন্যার জননী

তিন কন্যার জননী জিনিয়া আপা, খুব হাসি খুশি আর প্রাণবন্ত, বড় মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। ছোট দুটি স্কুলেই পড়ে এখনও। সুখ সমৃদ্ধ, সেই সাথে বিভিন্ন চোখ জুড়ানো তৈজসপত্র আর আসবাব পত্রে ভরপুর বাড়ি। পোশাক-পরিচ্ছদ, গহনা, ব্যাংক ব্যালেন্স কোনো দিক দিয়েই অভাব নেই জিনিয়া আপার। তার উপর ঘরের খুঁটি পুরুষ মানুষটিও মনের মতো। জিনিয়া আপার ঘর সংসার দেখলে মনে হয় পৃথিবীতে সুখ শান্তি বলতে যা বুঝায় জিনিয়া আপার তা আছে। সুখ পাখিটা মনে হয় জিনিয়া আপার আঁচলে বাধা। সব শ্রেণীর মানুষের সাথে জিনিয়ার বন্ধুত্ব এবং সুসম্পর্ক। যখন যাদের সাথে মেশেন তখন তাদের মতোই হয়ে যান।

যা হোক একদিন কথা প্রসঙ্গে বললেন, তার হাসব্যান্ড হাফিজ সাহেবের স্থাবর অস্থাবর যতো সম্পদ আছে সব তার (জিনিযার) নামে। ব্যাংক-ব্যালেন্স থেকে শুরু করে বাড়ি, ফসলি জমি সব। জমি আছে পঞ্চাশ বিঘার বেশী। এই শহরে বাড়িই আছে তিনটি। যে বাড়িতে বসবাস করে সে বাড়িটি অনেক বড় তিন তলা। এমনকি তার চার নদদ বাবা মায়ের ওয়ারিশ সূত্রে যা পেয়েছে তা বিক্রি করেছে। হাফিজ সাহেবের আরও তিন ভাই আছে। তাদের আর্থিক অবস্থা তত সচ্ছল নয় তাই বোনদের সম্পত্তি হাফিজ সাহেবই কিনেছেন। তবে তাও জিনিয়ার নামে।

বললাম তা কেন? সব আপনার নামে কেন? জিনিয়া বললেন "কি করব বলেন? আমাদের ছেলে নেই যে, মেয়েদের বাবার নামে থাকলে সব সম্পত্তি নাকি আমার মেয়েরা পাবে না। তিন ভাগের একভাগ ওর চাচা কিংবা চাচাতো ভাইবোনেরা পেয়ে যাবে।"

বললাম "কে বলল আপনাকে?"

জিনিয়া বলল "কেন এটাই নাকি আইন? কুরআনেই নাকি আছে? আপনি জানেন না আপা? বললাম "জানি, কিন্তু আপনার নামে থাকলেও তো আপনার মেয়েরা সব পাবে না।" ঃ "কেন?"

ঃ "হ্যা, এটাই আইন, এটাই নিয়ম। যেহেতু আপনার ছেলে নেই, আর জমিজমা

www.amarboi.org

সম্পত্তি সব আপনার। আপনার ভাই-বোন কিংবা ভাই-বোনের ছেলে-মেয়েরা সব সম্পত্তির তিন ভাগের এক ভাগ পাবে।

জিনিয়া আপা কয়েক মুহূর্ত আমার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তারপর হাসি মুখে বললেন "পায় যদি পাক, আমার এতিম ভাইটা। তাছাড়া আমার ভাই-বোনরা এসব নিতে আসবে না।"

সমাজে এমনি আরো অনেক জিনিয়া আপা আর হাফিজ ভাই আছে, যারা জানে এটা কুরআনের আইন তারপরও বিনা দ্বিধায় তারা সেই আইন ভঙ্গ করে।

আল্লাহর সাথে কৌশল অবলম্বন করে। সন্তানের সম্পদ রক্ষার নামে সরাসরি আল্লাহর নির্দেশকে অমান্য করে। অথচ আল্লাহ সুবহানাল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ أَمْرًا أَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ط وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا.

"কোনো মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীর এই অধিকার নাই যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যখন কোনো বিষয় ফায়সালা করে দেবেন, তখন সে নিজের সেই ব্যাপারে নিজে কোনো ফায়সালা করার ক্ষমতা রাখে। আর যে লোক আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করবে, সে নিশ্চয়ই সুস্পষ্ট গোমরাহীতে লিপ্ত।" (সূরা আহযাব : ৩৬)

তাহলে এই সমস্ত কন্যা সন্তানের বাবা মায়েরা যারা নিজেদেরকে মুসলিম বলে দাবী করে। তারা স্বয়ং আল্লাহর দেওয়া বিধানকে লঙ্ঘন করে সব সম্পদ স্ত্রীর নামে অথবা কন্যাদের নামেই লিখে দেয় যাতে অন্য কোনো ওয়ারিশ তা না পায়।

কন্যা সন্তানদের বাবা মাকে রাসূল (সা.) জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন কিন্তু আমাদের সমাজের অধিকাংশ কন্যা সন্তানের বাবা মায়েরাই বোধ হয় সে সুসংবাদ থেকে বঞ্চিত হবে শুধু এই কারণে।

উত্তরাধিকারীর সম্পদ রক্ষার জন্য যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সা.)-এর নির্দেশ অমান্য করে তারা কি করে রাসূল (সা.)-এর শাফায়াত পাবে?

তাদের সম্পর্কে রাসূল (সা.) বলেন, "কোনো পুরুষ বা নারী জীবনের ষাট বছর পর্যন্ত আল্লাহর আনুগত্যে অতিবাহিত করেও যদি মৃত্যুকালে অসিয়তের মাধ্যমে

www.amarboi.org

উত্তরাধিকারীদের ক্ষতি সাধন করে যায়, তাহলে তাদের জন্য জাহান্নামের আগুন ওয়াজিব হয়ে যায়।" অতঃপর আবু হুরায়রা (রা.) পাঠ করলেন ঃ "মিম রাদি ওয়াসিয়াতিন থেকে ওয়া যালিকাল ফাউযুল আযীম।" (মুসনাদে আহমাদ)

অনেক সময় কোনো কোনো নেককার, পরহেজগার মুত্তাকী মানুষও ওয়ারিশদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে নিজের সম্পত্তির উত্তরাধিকার হতে তাদের বঞ্চিত রাখতে চায়। মৃত্যুকালে এমন উইল বা দানপত্র করে যায় যাতে তারা সম্পত্তি হতে বঞ্চিত হয়। অথচ আল্লাহর আইন ও রাসূলের বিধান অনুযারী তারা সম্পত্তির অধিকারী হতে পারে। এমতাবস্থায় সেই অসিয়তকারী সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল বলেন ঃ সে জীবনের ষাট বছর পর্যন্ত আল্লাহর অনুগত বান্দা হিসেবে অতিবাহিত করলেও অবৈধ অসিয়তের কারণে সে জানান্নামী হয়ে যাবে।

আবু হুরায়রা (রা.) এ হাদিসের সমর্থনে আল কুরআনের যে আয়াত পাঠ করলেন তা সূরা নিসায় ২য় রুকুতে আছে। এখানে আল্লাহ তায়ালা মৃত ব্যক্তির সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারীদের অংশ নির্দিষ্ট করেছেন। এরপর ঘোষণা করেছেন, এ সম্পত্তি হতে মৃত ব্যক্তির ঋণ আদায় ও অসিয়ত পূরণ করার পর অবশিষ্টাংশ উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বণ্টন করা হবে। তারপর আল্লাহ পাক ঘোষণা বলেছেন, "সাবধান অসিয়তের মাধ্যমে তোমরা উত্তরাধিকারীগণের ক্ষতি করোনা।" এটা আল্লাহর বিশেষ হুঁশিয়ারীমূলক নির্দেশ। আল্লাহ অত্যন্ত বিজ্ঞ এবং কৌশলী। তিনি যে আইন করেছেন তা অজ্ঞতা ও মূর্খতার উপর ভিত্তি করে করেননি। জ্ঞান ও কৌশলের ওপর ভিত্তি করে রচনা করেছেন। তাঁর রচিত আইনে অন্যায় ও অবিচারের কোনো অবকাশই নেই। সুতরাং পূর্ণ আন্তরিকতাসহকারে এ আইন মেনে নিতে হবে।

অতঃপর আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন "এ হলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমা ও পরিমণ্ডল।" যারা আল্লাহর আইন মানবে ও রাসূলের অনুসরণ করবে তাদেরকে এমন বৈচিত্রময় ও মনোরম জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে যাতে প্রবাহমান ঝর্ণাধারা থাকবে। সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে। এটা হবে একটি চির বিজয় ও বিরাট সাফল্য। অপর পক্ষে যারা আল্লাহ ও রাসূলের নাফরমানী করবে ও তাঁর নির্দিষ্ট সীমালংঘন করবে আল্লাহ তাদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। যেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে। ঘৃণ্য ও ভয়াবহ শাস্তি ভোগ করতে থাকবে।" (রাহে আমল ১ম খণ্ড-১৫২ পৃষ্ঠা)

নিরিবিলি বসে চোখ দু'টো বন্ধ করে একটু ভেবে দেখেন তো আপনার মৃত্যুর পর

www.amarboi.org

এই সম্পত্তি আপনার মেয়ে ব্যবহার করল, না আপনার ভাইয়ের ছেলে-মেয়েরা ব্যবহার করল না আপনার ভাইয়ের ছেলেমেয়েরা ব্যবহার করল তাতে আপনার কি এসে যায়, আপনার মেয়েকে লিখে দিয়ে গেলে সে ষোল আনা সম্পদ ভোগ করল ঠিকই কিন্তু আল্লাহর বিধান লংঘন করার অপরাধে আপনার সমস্ত ভালো কাজ, সব নেক আমল বরবাদ হয়ে যাবে। আপনার স্থান হবে জাহান্নামে।

জানিনা কেমন করে তার বিবেক এই কথায় রাজি হয় যে মেয়ের সম্পত্তির জন্য নিজেকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করতে হবে। সত্যি কথা বলতে কি এই সব লোকের আখেরাত, জান্নাত, জাহান্নাম, মোটকথা আল কুরআনের উপরই বিশ্বাস নেই।

রাসূল (সা.) বলেছেন "যে ব্যক্তি উত্তরাধিকার থেকে কোনো উত্তরাধিকারীকে বঞ্চিত করবে শেষ বিচারের দিন আল্লাহ সে ব্যক্তিকে জান্নাতের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করবেন। (ইবনে মাজা)

রাসূল (সা.)-এর এই ঘোষণা এবং আল কুরআনে আল্লাহ পাকের স্পষ্ট নির্দেশ পাওয়ার পরও যারা উত্তরাধিকারীদের বঞ্চিত করে তাদের ঈমান কতোখানি মজবুত তা তারাই বিচার করুক।

পুত্র কন্যা উভয় সন্তান থাকলে প্রায় মানুষই কন্যাদের সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে। সমুদয় সম্পত্তি পুত্রদের নামে লিখে দেয়। কেউ কেউ মেয়েদের কিছুই দেয় না, কেউ আবার সামান্য কিছু দেয়। মেয়েরা তাতেই সন্তুষ্ট থাকে, কোনো প্রতিবাদ করে না। কোনো কোনো মেয়ে আবার জানেও না যে সে বাবা মায়ের সম্পদ কতটুকু পাবে। ভাইয়েরা যা দেয় তাই নেই।

কামরুন্নাহার আপার একটা মাত্র কন্যা সন্তান। বাবা মারা গেছেন, ভাইয়েরা কিছুতেই তার পাওনা সম্পত্তিটুকু দিচ্ছেনা। কামরুন্নাহার এক বিঘার উপরে জমি পাবে। সে ভাইদের কাছে প্রস্তাব দিয়েছে, আমার তো একটা মেয়ে, আমার সম্পত্তির তোমরাও ওয়ারিশ। তাই আমাকে মাত্র দশ কাঠা জমির মূল্য দিয়ে দাও।' কিন্তু তার ভাইয়েরা তাও দিতে নারাজ।

এই বঞ্চিত নারীরা দুনিয়াতে বঞ্চিতই থেকে যায়? এদের সম্পর্কে হাদিসে কুদসীতে বলা হয়েছে, "যারা তাদের অধিকার সম্পর্কে জানেনা। এমনকি সে যে বঞ্চিত একথাও সে জানে না। এই বঞ্চনাকারীর বিরুদ্ধে বঞ্চিত ব্যক্তির পক্ষ নিয়ে মহান আল্লাহ সুবহানাল্লাহ তায়ালা নিজে বাদী হয়ে মামলা পরিচালনা করবেন।

আমাদের সমাজে আরও কিছু লোক আছে যাদের ছেলে কিংবা মেয়ে কিছুই নেই।

www.amarboi.org

তারা নিঃসন্তান। এজন্য তাদের অন্তরে প্রচণ্ড কষ্ট আছে। একদিন এক বোনকে জিজ্ঞেস করলাম, "আপা ছেলে মেয়ে কয়জন?"

ভদ্রমহিলা খুব মন খারাপ করে উত্তর দিলেন, "ছেলে মেয়ে নেই আপা।"

বললাম "আলহামদু লিল্লাহ, আপনার তো হযরত আয়েশা (রা.)-এর সুন্নত আদায় হয়ে গেল।"

ভদ্রমহিলা বুঝতে না পেরে বললেন "কি বললেন আপা?"

বললাম "হযরত আয়েশা (রা.)-এর কোনো সন্তান ছিলো না আপনারও নেই। আর সন্তান না থাকার কারণে তিনি যতো হাদিস বর্ণনা করেছেন, যতো জ্ঞানার্জন করেছেন এবং যতো শিক্ষাদান করেছেন তা আর কোনো মহিলা সাহাবীই পারেননি। সন্তান থাকা যেমন আল্লাহর নিয়ামত, সন্তান না থাকাও আল্লাহর নিয়ামত, সন্তান না থাকলে অনেক গুনাহ্ পাপ থেকে বেঁচে থাকা যায় দীনের দায়িত্ব পালন করার জন্য অনেক সময় পাওয়া যায়। আল্লাহ্ সুবহানাল্লাহ্ তায়ালা নিজেই বলেছেন, "কোনো কোনো সন্তান তোমাদের দুশমন।"

আবার বলেছেন, "সন্তান সন্ততি তোমাদের জন্য ফেতনা...।

আমার কথায় ভদ্রমহিলা খুব খুশী হলেন। বললেন, "আপা এভাবে তো কেউ কোনো দিন আমাকে বলেনি, আমি নিজেও ব্যাপারটা এভাবে বুঝতে পারিনি। আপনার কথা শুনে সত্যি আমার আনন্দ হচ্ছে।" ভদ্রমহিলার চোখে পানি এসে গেলে।

সত্যি কথা বলতে কি আমার এতদিনের ধারণা ছিলো সন্তান না থাকলে মানুষ অনেক গুনাহ, পাপ থেকে দূরে থাকতে পারে। বিশেষ করে অর্থনৈতিক মত পাপ আছে। কিংবা জমি জমা সংক্রান্ত যতো না ফরমানি এসব 'তো আর তাকে করতে হয় না। ওয়ারিশ ঠকানো পাপ তো আর করে না।'

অথচ এখন দেখছি এইসব নিঃসন্তান ব্যক্তিরা আরো অধিক পরিমাণে ওয়ারিশ ঠকানো পাপে লিপ্ত।

হানিফ খন্দকার নিঃসন্তান। ছোট ভাই আনিস খন্দকারের ছেলে মেয়ে আটজন। হানিফ খন্দকার এই আট ছেলে মেয়ের মধ্য থেকে একজনকে তার নিজের সন্তান হিসেবে দত্তক নিয়েছে।

আনিস খন্দকার আর তার স্ত্রী খুশী মনেই একটি ছেলে তাকে দান করে। হানিফ খন্দকার পরবর্তীতে তার সমুদয় স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি এই ছেলের নামে উইল

www.amarboi.org

করে দেয়। আর এই ছেলে হানিফ খন্দকারের সব সম্পত্তিতো পেলোই তদুপরি তার বাবা আনিস খন্দকারের সম্পত্তির অংশও পেয়েছে অন্যান্য ভাইদের মতো। সে এখন সব ভাইদের চেয়ে অনেক ধনী।

হানিফ খন্দকার কাজটা মোটেও ইসলামসম্মত করল না। কথা হলো তার যখন সন্তান নেই তখন তার সব সম্পত্তির পাবে তার ভাই এবং বোনেরা। কোনো অবস্থাতেই সে এক ভাইয়ের এর এক ছেলেকে সব দিয়ে দিতে পারে না। অবশ্য কাউকে সে লালন পালন করতে পারে এবং তাকে সমুদয় সম্পত্তির তিন ভাগের এক ভাগ অসিয়ত করতে পারে। এর চেয়ে বেশী দেওয়ার অধিকার তার নেই। আর একটি ঘটনা। জামিল সাহেবের কোনো সন্তানাদি নেই। তিনি অন্য গ্রামের একটি এতিম ছেলেকে এনে লালন পালন করেন। প্রায় আট/নয় বছর পরে তার একটি কন্যা সন্তান হয়। পালিত ছেলেটি তখন দশম শ্রেণীতে পড়ে। তার মানে জামিল সাহেবের মেয়ে তার পালিত পুতের চেয়ে প্রায় পনের/ষোল বছরের ছোট।

যা হোক পরবর্তীতে জামিল সাহেব তার সমুদয় সম্পত্তি ছেলে মেয়ে দু'জনের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছেন। স্থানীয় জনগণ এবং পরিচিত জনেরা জামিল সাহেবকে খুব বাহবা দিয়েছেন। জামিল সাহেব নিজেও আত্মপ্রসাদ পান এই ভেবে যে তিনি খুব ভাল এবং ন্যায় সংগত কাজ করেছেন। মোটেও অন্যায় করেননি। তার দৃষ্টিতে তিনি অন্যায় না করলেও আল কুরআনের দৃষ্টিতে তিনি যথেষ্ট অন্যায় করেছেন। যাকে বলে বড় ধরনের অন্যায় কবীর গুনাহ।

১. পালিত পুত্রকে নিজের ঔরসজাত পুত্র মনে করা।

২. নিজের স্ত্রী এবং কন্যাকে পালিত পুত্রের সাথে নিজ পুত্র এবং আপন ভাই-এর মতো খোলামেলা মিশতে দেওয়া। কারণ পালিত পুত্র বড় হওয়ার পর তার সাথে পর্দা করা ঐ ব্যক্তির স্ত্রী কন্যার জন্য ফরজ হয়ে যায়।

৩. পালিত পুত্রকে সম্পত্তির অর্ধেক লিখে দিয়ে সে প্রকৃত ওয়ারিশকে বঞ্চিত করেছে। তার সম্পত্তির তিন ভাগের এক ভাগ সে পালিত পুত্রকে দিতে পারত, বাকি সম্পত্তির তিন ভাগের একভাগ পাবে তার ভাই-বোনেরা। অবশিষ্ট সবটুকু পাবে তার মেয়ে, মহান আল্লাহ সুবহানাল্লাহ এভাবেই তার মৃত্যুর পর সম্পদ বন্টন করার নির্দেশ দিয়েছেন।

৪. জেনে শুনে নিজের পিতাকে বাদ দিয়ে অন্যকে পিতা বলা ইসলাম অনুমোদন করে না। মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলেন,

www.amarboi.org

أُدْعُوهُمْ لِأٰبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ ج فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوٓا اٰبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ وَمَوَالِيكُمْ ط وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُمْ بِهٖ لا وَلٰكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ط وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَّحِيمًا.

"পালক পুত্রদের তাদের পিতার সাথে সম্পর্কিত করে ডাকো। এটি আল্লাহর কাছে বেশী ন্যায় সংগত কথা। আর যদি তোমরা তাদের পিতৃ পরিচয় না জানো তাহলে তারা তোমাদের দ্বীনী ভাই ও বন্ধু।" (সূরা আহযাব : ৫)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "রাসূল (সা.)-এর পালিত পুত্র যায়েদকে প্রথমে সবাই যায়েদ ইবনে মুহাম্মাদ বলতো, এই আয়াত নাযিল হবার হওয়ার পর তাকে যায়েদ ইবনে হারেসাহ বলা হতে থাকে। তাছাড়া এ আয়াতটি নাযিল হবার পর কোনো ব্যক্তির নিজের আসল বাপ ছাড়া অন্য কারো সাথে পিতৃ সম্পর্কে স্থাপন করাকে হারাম গণ্য করা হয়।" (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী ও নাসাঈ)

হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.) বলেন, নবী করীম (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি নিজেকে আপন পিতা ছাড়া অন্য কারো পুত্র বলে দাবী করে, অথচ সে জানে ঐ ব্যক্তি তার পিতা নয় তার জন্য জান্নাত হারাম।" হাদিসে এই বিষয় সম্বলিত অন্যান্য আরও রেওয়াত পাওয়া যায়। সবগুলোতেই এ কাজটিকে মারাত্মক গুনাহরূপেই গণ্য করা হয়েছে।

তাহলে জামিল সাহেব মোটেও ভালো কাজ করেননি। নিজে অন্যায় কাজ করেছেন পালিত পুত্রটিকে দিয়েও অন্যায় করিয়েছেন। কি জানি? হয়ত এরা জানেও না যে কাজটা অন্যায়। আমি এই পর্যন্ত যতো নিঃসন্তান দেখেছি তাদের প্রায় প্রত্যেককেই এই অন্যায় করতে দেখেছি, যা সরাসরি আল্লাহর নাফরমানি পর্যায়ে পরে।

সূরা নিসায় সম্পত্তি ভাগ বাটোয়ারা সংক্রান্ত আয়াত গুলো নাযিল করার পর আল্লাহ সুবহানাল্লাহ বলেন,

تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ط وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ط وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ. وَمَنْ يَّعْصِ

www.amarboi.org

اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا ص وَلَهُ
عَذَابٌ مُّهِينٌ.

"এইগুলো আল্লাহর সীমারেখা। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে, তাকে আল্লাহ এমন বাগিচায় প্রবেশ করাবেন যার নিম্নদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হবে। সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। এটিই সবচেয়ে বড় সাফল্য। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার রাসূলের নাফরমানি করবে এবং তাঁর নির্ধারিত সীমারেখা অতিক্রম করে যাবে তাকে আল্লাহ আগুনে নিক্ষেপ করবেন। সেখানে সে থাকবে চিরকাল। আর তার জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি।" (সূরা নিসা : ১৩-১৪)

মহান আল্লাহ পাক আরো বলেন, "যখন আল্লাহ ও তার রাসূল (সা.) কোনো বিষয়ে ফায়সালা দিয়েদেন, তখন কোনো মু'মিন পুরুষ ও মু'মিনা নারীর সেই ব্যাপারে নিজে ফায়সালা করার কোনো অধিকার নেই। আর যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করে সে সুস্পষ্ট গোমরাহীতে লিপ্ত হয়।" (সূরা আহযাব : ৩৬)

আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের এই সুস্পষ্ট নির্দেশ এবং কঠিন হুঁশিয়ারির পরও কি করে আল্লাহর বান্দারা তার বিরোধিতা করে? সত্যি বলছি আমার বুঝে আসে না। অনেকে হয়ত বলবে "তারা জানে না।" কিন্তু কেন জানে না?

তাদের জানতে নিষেধ করেছে কে?

এদের মধ্যে অনেকেই নামাজ, রোজা সঠিকভাবে আদায় করে, তাসবিহ-তাহলিল ও কুরআন খতম নিয়মিত করে। (নিয়ম মত নয়)

কিন্তু বাস্তব জীবনে আল্লাহ এবং তার রাসূল (সা.)-এর নির্দেশ মানেনা। আল্লাহ পাক এদের কথাই বলেছেন "তারা সুস্পষ্ট গোমরাহীতে লিপ্ত।"

অন্যকে সম্পত্তি লিখে দেওয়ার কি প্রয়োজন আপনার? আল্লাহর দেওয়া সম্পদ, আপনি যতোদিন পৃথিবীতে আছেন, ভোগ করলেন দান করলেন, খরচ করলেন, আপনার মৃত্যুর পর আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী বণ্টন হবে। এখানে আপনার মাতুব্বরি করার কি প্রয়োজন নিজের আখেরাত বরবাদ করে দিয়ে?

এইসব নাফরমানী কাজ করার পর প্রতিদিন হাজার বার দরুদ শরীফ পড়লেই কি মিলবে রাসূল (সা.)-এর শাফায়াত? ভেবে দেখেন। এখনও ভাবার এবং করার সময় আছে।

www.amarboi.org

"মিলবে কি শাফায়াত?'

রাজু ভাই-এর সাথে শেষ দেখা হয়েছিল ১৯৭৮ সালের শেষ দিকে। আজ থেকে ৩২ বছর আগে। সেই দিনের রাজু ভাই আর আজকের রাজু ভাই-এর সাথে চেহারার মিল নেই বললেই চলে। আজকের এই টাক মাথাওয়ালা বৃদ্ধের মাঝে কি করে আমি সেই উজ্জ্বল প্রাণবন্ত, কালো প্যান্টের সাথে সাদা আদ্দির পাঞ্জাবী পরিহিত, মাথায় ভাঙ্গা ভাঙ্গা চুল সাহিত্যিক সাহিত্যিক ছেলেটিকে খুঁজে পাব?

পরিচয় না দিলে কিছুতেই আমি রাজু ভাইকে চিনতে পারতাম না। রাজু ভাই আমার এক বছরের সিনিয়ার হলেও যশোর সিটি কলেজের বিভিন্ন প্রোগ্রামে বিশেষ করে বক্তৃতা ঃ নির্ধারিত আলোচনা প্রতিযোগিতা ইত্যাদিতে আমি প্রথম হলে রাজু ভাই দ্বিতীয় হতেন আর রাজু ভাই প্রথম হলে আমি দ্বিতীয় হতাম। বিতর্ক প্রতিযোগিতার সময় সেই বুদ্ধিদীপ্ত রাজু ভাইয়ের যুক্তি নির্ভর কথা, আমার খুব মনে পড়ে।

যাহোক দীর্ঘদিন পরে দৈহিক কাঠামোয় আমূল পরিবর্তিত রাজু ভাইকে দেখে বিস্মিত হলেও যারপর নাই প্রীত হয়েছি। অথচ তার কথা শুনে ও চিন্তাধারা দেখে পীড়িত হয়েছি তার চেয়ে অধিক। আর বুঝতে পারলাম আমার পোশাক দেখে রাজু ভাই বিব্রত এবং মনক্ষুণ্ন হয়েছেন এবং আমার কথা শুনে ক্ষুব্ধ হয়েছেন। তার মানে সংলাপ ফলপ্রসূ হয়নি। কে কেমন আছি? কার কয়জন ছেলে মেয়ে? কে কি করি? ইত্যাদি ব্যক্তিগত খোঁজ-খবর নেওয়ার এক পর্যায় রাজু ভাই বললেন, "যে পোশাক পরে তুমি আছ, এই রকম পোশাক পরেই কি সব সময় থাক?"

বললাম "না সব সময় এরকম থাকি না। মহান আল্লাহ্ আল কুরআনে চৌদ্দজন পুরুষের সাথে আমাকে খোলামেলা থাকার অনুমতি দেন.....।" আমার কথা শেষ না হতেই রাজু ভাই বললেন, "আমি তো নিশ্চয়ই এই চৌদ্দজনের মধ্যে নেই।"

বললাম "না নেই।" মর্মাহত হলেন রাজু ভাই। তারপর ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন "রুমী, আমি সত্যি তাজ্জব হয়ে গেছি তোমার মতো আধুনিকা স্মার্ট, প্রগতিশীল, বুদ্ধিমতী একটি মেয়ে কি করে ব্যাকে চলে গেল? তোমার এই পরিণতি মেনে নেওয়া যায় না।"

১৯৭৮ সালে আমার বয়স ছিলো আঠারো বছর আর রাজু ভাই-এর বয়স কতো হবে ঊর্ধ্বে বিশ। সেই কৈশর উত্তীর্ণ একটি বালিকার অজ্ঞতা ও চপলতাকে বিশ বছরের এক অনভিজ্ঞ তরুণের দৃষ্টিতে আধুনিকতা, প্রগতিশীলতা মনে হতে পারে

www.amarboi.org

কিন্তু এই অর্ধশতাব্দি উত্তীর্ণ একবিজ্ঞ পুরুষ যদি সেই অল্প বয়সের চাঞ্চল্য, বিধান না জানা, বাঁধনহারা এক বালিকার গোল্লাছুট খেলাকে বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক এবং প্রগতিশীল মনে করে তাহলে আর কি বলার থাকতে পারে?

বললাম "রাজু ভাই আপনি 'ব্যাকে' যাওয়া বলতে কি বুঝাচ্ছেন? তখন আমি কুরআন জানতাম না, হাদিস জানতাম না, আমার সেই অজ্ঞানতাকে আপনি বুদ্ধিমত্তা বলছেন কেন? এখন আমি কুরআন ও হাদিস..... ।"

রাজু ভাই এবারও আমাকে কথা শেষ করতে দিলেন না। বরং আমাকে খুব অশালীন কথা বললেন। বললেন এখনও তুমি এই 'কূপমণ্ডপ' চিন্তা নিয়ে আছ? ।"

বুঝলাম তার বোধের সব দরজায় এক গুয়েমির তালা আটকে গেছে। এ ব্যাপারে সে আর কিছু শুনতে রাজিনা। রাজু ভাইয়ের দৃষ্টিতে যখন আমি স্মার্ট এবং আধুনিক ছিলাম, তখন মায়ের নির্দেশে আল কুরআন খতম করার নিয়তে কুরআন তেলাওয়াত করেছি। তেলাওয়াত সহীহ করে যত্নসহকারেই বাবা মা শিখিয়েছিলেন। কিন্তু কুরআন বুঝতে হবে। সেই অনুযায়ী চলতে হবে। বলতে হবে, করতে হবে এই অনুভূতি ছিলনা। কিছু জানতামও না। হাদিস গ্রন্থগুলো তখন চোখেও দেখিনি। খতমের পর খতম করছি অথচ আল কুরআনে কি পড়ি? প্রতি ওয়াক্ত নামাজে কি বলি? এমনকি দু'হাত তুলে আল্লাহ্ কাছে কি চাই তাও জানিনা। আমার সেই অজ্ঞতা, আর মূর্খতাকে এইসব রাজু ভাইদের কাছে আধুনিকতা ও প্রগতিশীলতা মনে হয়েছে। আর যখন আমি জ্ঞানের উৎস খুঁজে পেয়েছি, সেখান থেকে জ্ঞান অর্জন করেছি এবং করছি, বিশ্বের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষটির সন্ধান পেয়েছি এবং তার দিক নির্দেশনা অনুযায়ী চলার চেষ্টা করছি তখন এই সব রাজু ভাইদের ধারণা মতে আমি 'ব্যাকে' চলে গেছি।

অশিক্ষিত মূর্খ ব্যক্তিরা তবু বোঝে যে সে অশিক্ষিত, মূর্খ। কিন্তু এই সব অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন, অধ্যাপক মূর্খরা বোঝেও না যে তারা এই দিক দিয়ে একেবারেই মূর্খ। তাদ্দের একটা সাইড অফ। আসল বিষয় সম্পর্কে এরা কিছুই জানেনা, কিছুই বোঝেনা এবং এরা বুঝতে চায়ও না।

ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলাকেই এরা প্রগতিশীলতা এবং বাহাদুরী মনে করে। আফসোস, মুসলমানের ঘরে জন্ম নিয়েও এরা ইসলাম সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ থেকে গেলো। ইসলামের দুশমন হলো, আল কুরআন থেকে কিছু বলতেই রাজু ভাই অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলল "দেখ রুমী, তুমি একজন মুক্তিযোদ্ধার মেয়ে হয়ে মৌলবাদীদের মতো কথা বলছ। এটা সত্যি দুঃখজনক।"

www.amarboi.org

(আর মুসলমানের ঘরে জন্ম নিয়ে রাজু ভাই যে ইসলাম বিরোধী কথা বলছে তা কি মোটেও দুঃখজনক না?)

কি আর বলব কুরআন আর হাদিসের কথা সে কিছুতেই শুনতে চাচ্ছিল না। আমার ভাষা যেনো সে বুঝতেই পারছিল না। এরাই কি সেই লোক যাদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ সুবহানাল্লাহ তায়ালা বলেছেন "এরা অন্ধ, কালা এবং বোবা, এরা ফিরে আসবে না।" (সূরা বাকারা : ১৮)

কিংবা "এদের সামনে একটা দেয়াল এবং পেছনে একটি দেয়াল দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে, ফলে এর কিছুই দেখতে পায়না। এদের তুমি উপদেশ দাও আর না দাও এরা ঈমান আনবে না।" (সূরা ইয়াসিন : ১০)

এই ধরনের অনেক নারী পুরুষ আমাদের সমাজে আছে যারা আধুনিকতা বলতে ইসলামের বিরোধিতা করাকেই বোঝে। আল কুরআন এবং রাসূলের (সা.) হাদিসের কথা শুনলে এদের গায়ে অকারণেই জ্বালা ধরে। আবু লাহাব, আবু জাহেলদের যেমন ধরত।

আমাকে হিযাব পরা দেখে তার মনে হলো যে আমি 'ব্যাকে' চলে গেছি। অথচ ব্যাকে তো গেছে এইসব লোকেরা যারা নিজেদেরকে তথা কথিত প্রগতিশীল মনে করে। এদের আচরণ তো প্রাক ইসলামী যুগের মতো। তখন নারীরা স্বল্প বসনে যত্র তত্র ঘুরে বেড়াতো। যাকে বলে আইয়ামে জাহেলিয়াত। ইসলাম তাদের দেহ কাঠামো ঢেকে পোশাক পরার নির্দেশ দিলো। পোশাক পরা সভ্যতা। সৌন্দর্য এবং ভদ্রতার প্রতীক।

আল কুরআনের ঘোষণা মতো প্রথম মানুষ দু'জনকে আল্লাহ সভ্য এবং ভদ্র পোশাক দিয়েই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন এবং তিনি নিজেই এদেরকে খাদ্যদ্রব্য তৈরীর সাথে সাথে পোশাক তেরী করতেও শিখিয়েছেন।

কিন্তু এই সব রাজু ভাইদের ভাষ্য তারা পশু থেকে বিবর্তনের মাধ্যমে আজকের এই পর্যায়ে এসেছেন। তাদের কথা যদি সত্য হয় তাহলে যারা স্বল্প বসন পছন্দ করছে এবং পরিধান করছে তারাইতো ব্যাকে যাচ্ছে।

প্রাচীন যুগের মানুষ স্বল্প বসন পরত অশিক্ষা এবং অজ্ঞতার কারণে। আর আজকের অতিশিক্ষিতরা সেই প্রাচীন যুগের পোশাক পরিচ্ছদের কাটিংকেই পছন্দ করছে। তারা আধুনিক উন্নত দামী কাপড় দিয়ে প্রাচীন যুগের মতো পোশাক তৈরী করছে। যে পোশাক শরীরের কিছু অংশ ঢেকে থাকে কিছু অংশ উন্মুক্ত থাকে.....।

www.amarboi.org

গোটা বিশ্বের আধুনিক নারী পুরুষের পোশাকের ধরন দেখলে দেখা যাবে একই রকম। এখন আর অবাক হওয়ার কিছু নেই। ইবলিস সবচেয়ে সাফল্য অর্জন করেছে এইখানে আল কুরআনে পুরুষকে দেহের যতোখানি ঢেকে রাখতে বলা হয়েছে। তার চেয়ে অনেক বেশী তারা ঢাকে। আর নারীকে দেহের যতোখানি আবৃত রাখতে বলা হয়েছে তার ৯০% সে উন্মুক্ত রাখে। দেহ উন্মুক্ত রাখার যেনো প্রতিযোগিতা চলছে আমাদের দেশেও। যে দেশের ৯০% লোক মুসলিম নামে পরিচিত।

রাস্তায় অত্যাধুনিকা দুটি ছেলে-মেয়ে যাচ্ছে। ছেলেটি জিন্স প্যান্ট এবং ফুলহাতা সার্ট পরিহিত আর মেয়েটি জিন্স প্যান্ট সর্ট ফতুয়া পরিহিত যা কোমর থেকে একটু নিচে নেমেছে। তদুপরি ছেলেটির ফুল প্যান্টের নিচের অংশ পায়ের পাতার নিচে ঢুকে গেছে আর মেয়েটির প্যান্টের নিম্নাংশ পায়ের গোড়ালি থেকে তিন ইঞ্চি পরিমাণ ভাঁজ করে উপরে তুলে রাখা।

কিন্তু মেয়েটি পায়ের গোঁড়ালি পর্যন্ত ফুল প্যান্ট আর ফুলহাতা সার্ট আর ছেলেটি সর্ট ফতুয়া আর গোঁড়ালির তিন ইঞ্চি উপরে প্যান্ট পড়লে মোটা মুটি ইসলামসম্মত হতো। ইবলিসের কর্মকাণ্ডের জন্য যদি পুরস্কারের ব্যবস্থা থাকত। তাহলে আদম সন্তানের পোশাকের সিস্টেমটাকে কি কৌশলে ইবলিস একেবারে উল্টে দিয়েছে এই জন্য মনে হয় পুরস্কার পেত।

ইবলিসের হাতে আষ্টে পিষ্টে বাঁধা এই সব রাজু ভাইরা। অথচ এরাতো বোঝেও না। অক্ষর জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও গণ্ডমূর্খ না হয় জ্ঞান পাপী। এরা সত্যি হতভাগা। এদের জন্য দুঃখ হয়। বেঁচে থাকতে এরা করে কুফরী আর মৃত্যুর পরে এদের জন্য করা হয় ঘটা করে বিদ'য়াতী। কুলখানী, চল্লিশা, মৃত্যু বার্ষিকীতে মিলাদ মাহফিল এইসব বিদ'য়াতী কাজগুলো এই শ্রেণীর লোকেরাই করে। আমাদের সমাজে এই শ্রেণীর লোকেরই আধিক্য বেশী। এদেরকে কবরে নামানোর সময় বলা হবে "মিল্লাতে রাসূলুল্লাহ"

সারাটি জীবন রাসূল (সা.)-এর শিক্ষার, আদেশ নিষেধের তোয়াক্কা না করে, বেপরোয়া কথা বলে কাজ করে নিজে প্রতারিত হয়েছে অন্যকেও প্রতারিত করেছে আর মিল্লাতে রাসূল্লাহ বলে মৃত্যুর পরে বুঝি ফেরেস্তাদের কিংবা স্বয়ং আল্লাহকেই প্রতারিত করতে চায়। লিখতে লিখতেই রাজু ভাইকে ফোন করলাম। কুশল বিনিময়ের পর রাজু ভাই বললেন "খবর কি বলো; তুমি তো আবার ধর্মাশ্রয়ি মানুষ।"

www.amarboi.org

বললাম "রাজু ভাই আপনি কি নাস্তিক?"

ঃ "না না কি বল? গতকালই তো জুম্মার নামাজ পড়লাম।"

বললাম "আপনি তাহলে সাপ্তাহিক মুসলমান?"

খুব যেনো একটা মজার কথা শুনলেন এমনভাবে হাসলেন রাজু ভাই। আবার বললাম "আপনি কি নিজেকে মুসলিম বলে দাবী করেন?"

ঃ "অবশ্যই" বেশ জোর দিয়ে বললেন, তারপর বললেন "আমি জুম্মার নামাজে যাই, ঈদের নামাজে যাই, জানাযার নামাজে যাই, ওয়াজ-মাহফিল, মিলাদ মাহফিলেও যাই, কি বলো তুমি? আমি অবশ্যই মুসলিম। তবে তোমার মতো কূপমণ্ডু নই..... ।"

বললাম রাজু ভাই এই যে গালিটা আমাকে দিলেন, এর আগেও এই গালিটা আমাকে দিয়েছেন। আমার মনে হয় এই গালিটা আপনার জন্যই প্রযোজ্য। কূয়ার ব্যাঙ আমি নই কারণ আমি আপনাদের তথা কথিত আধুনিক ও প্রগতিশীলতা বুঝি বেশ কিছু দিন তো ঐ এলাকাতেই ছিলাম। তারপর মহান আল্লাহর বাণী জানি, আমার প্রতি তার আদেশ নিষেধ ও জানি। আমার ক্ষমতা কত সীমিত তাও জানি, যা আপনি জানেন না কূয়ার ব্যাঙ তো আপনি....... ।"

রাজু ভাই বললেন "শোনো আমি ধর্মপ্রিয় তবে ধর্মান্ধ নই। ধর্মের যেটুকু আমার ভালো লাগে সেটুকু আমি মানি যা আমার ভালো লাগে না তা আমি মানি না।

আমার কথা কি বুঝতে পারছ?"

বললাম "হ্যা বুঝতে পারছি। কিন্তু আপনি যা বললেন তা যদি আপনি বুঝতে পারতেন তাহলে খুব ভালো হতো। আল্লাহ পাক যেনো আপনাকে সঠিক কথা সহজে বোঝার তৌফিক দেন।" ফোন রেখে দিলাম।

রাজু ভাই বললেন, "তার যেটুকু ভালো লাগে সেটুকু মানেন এবং যেটুকু ভালো লাগে না তা মানেন না আর আল্লাহ সুবহানাল্লাহ বলেন, "যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো বিষয় ফায়সালা দিয়ে দেন, তখন কোনো মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীর সেই ব্যাপারে নিজে ফায়সালা করার কোনো অধিকার নেই। আর যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করে, সে সুস্পষ্ট গোমরাহীতে লিপ্ত।" (সূরা আহযাব : ৩৬)

তাহলে আল কুরআনের এই আয়াত অনুসারে রাজু ভাইতো সুস্পষ্ট গোমরাহীতে লিপ্ত। এমনি গোমরাহীতে নিমজ্জিত মুসলিম সমাজের অসংখ্যা নারী ও পুরুষ।

www.amarboi.org

তারা নিজেদের খেয়াল খুশীমত চলে আবার মুসলিম বলে দাবীও করে। এই দাবীতে কাজ হবে কি? কি জানি?

মহান রাব্বুল আলামিনের আদেশ নিষেধের পরওয়া না করে তাঁর অনুগত বান্দাদের ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে, ইবাদতবন্দীগী ছেড়ে বিদ'য়াতী জিন্দেনী যাপন করে। রাসূল (সা.)-এর দিক নির্দেশনার অনুসারী না হয়ে ইবলিস এবং নফসে আম্মারার দাসত্ব করে, মিলবে কি রাসূল (সা.)-এর শাফায়াত আর জাহান্নামের আগুন থেকে নাজাত?

কি করে বোঝাব?

দীর্ঘদিন থেকে মামা তার বাসায় যাওয়ার জন্য আমাকে অনুরোধ করছেন। আমারও যাওয়ার খুব ইচ্ছা আছে কিন্তু সময় সুযোগ করে উঠতে পারছি না। মামা, কাপ্তাই থাকেন। কাপ্তাই'র সৌন্দর্য বর্ণনা করে মামা প্রায়ই আমাকে যাওয়ার জন্য দাওয়াত দেন।

আমার এই মামা, আমার চেয়ে মাত্র তিন বছরের বড়। ছোট থেকেই মামার সাথে আমার খুব ভালো সম্পর্ক, বন্ধুর মতো। ১৯৭১ সালে এই মামার বয়স চৌদ্দ বছর। ক্লাস এইটের ছাত্র। আমার বয়স এগার। আমার নানু মামাকে হাঁটে পাঠিয়েছিলেন মাছ-তরকারী, তৈল, লবন কেনার জন্য মামা সেই টাকা নিয়ে চলে গেলেন মুক্তিযুদ্ধে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ঘাড় পর্যন্ত চুল আর একটা রাইফেল কাঁধে নিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এলেন।

কিন্তু প্রত্যেক রাতেই মামা রাইফেল নিয়ে বাইরে চলে যেতেন। একদিন নানু হাতে নাতে ধরে ফেললেন। বললেন, "কোথায় যাচ্ছিস তুই?"

মামা বললেন "অপারেশনে।"

নানু বললেন, "অপারেশন মানে? দেশ স্বাধীন হয়ে গেছে এখন তোর কিসের অপারেশন?"

মামা বললেন, "রাজাকার, আলবদর, শান্তি কমিটির লোকদের শায়েস্তা করতে হবে না?"

নানু বললেন "না ওদের শাস্তি দেওয়ার দায়িত্ব তোমার না। ওদের শাস্তি দেওয়ার জন্য দেশে এখন সরকার আছে। ওদের শাস্তি দেওয়ার নামে তোমার ডাকাতি

www.amarboi.org

করতে হবে না। সরকার ঘোষণা দিয়েছে অস্ত্র জমা দেওয়ার জন্য এখনও তুমি অস্ত্র জমা দাওনি ক্যান? আজকের দিনের মধ্যে তুমি অস্ত্র জমা দিয়ে আসবে।

মায়ের বকাবকিতে মামা পরের দিনই অস্ত্র জমা দিয়ে আসে। কয়েক দিন ভালোই থাকে। কিন্তু সহযোদ্ধা বন্ধুদের আহ্বানে এক রাতে আমার নানার দু'নালা বন্দুক নিয়ে পালিয়ে যায়। এভাবে দু'তিন রাত যেতে না যেতেই আবার মায়ের হাতে ধরা পড়ে। নানু যথারীতি বকাঝকা করেন। বন্দুক কেড়ে নেন। বন্দুক যেনো আবার নিতে না পারে সেই জন্য বন্দুক খুলে পার্ট পার্ট করে একেক পর্টি একেক জায়গায় লুকিয়ে রাখেন। এক রাতে দেখা গেলো সবগুলো পার্ট খুঁজে বের করে নিয়ে মামা চলে গেছেন। নানু মামাকে আর বকা ঝকা না করে। তাকে আমাদের বাসায় নিয়ে আসেন। আমার আব্বা নানা নানুর বড় জামাই। নানু আমার আব্বাকে বলেন, "বাবা আমিতো এর জ্বালায় মরে গেলাম। তুমি এর একটা বিহিত করো।" মামা আমার আব্বাকে খুব সমীহ করত। আব্বা তখন বি.ডি.আর এর হাবিলদাল ছিলেন। মামারও স্বাস্থ্য শরীর ভালো ছিলো। আব্বা একটু চেষ্টা তদবির করে মামাকে বি.ডি.আর এ ঢুকিয়ে দিলেন। সেই থেকে মামা বি.ডি.আর এ চাকুরী করেন। বর্তমানে তার পোস্টিং কাপ্তাই।

আমি কাপ্তাই যাওয়ার জন্য মনে মনে প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম এ সময়ই শুরু হলো সারা বাংলাদেশ ব্যাপি ইসলামপন্থিদের উপর চরম ধরপাকড়। কে বা কারা রাজশাহী ভার্সিটিতে একজন ছাত্রকে খুন করেছে তার জের ধরে সারা বাংলাদেশে তোলপাড় করে ইসলাম পন্থিদের গ্রেফতার এবং তাদের চরম নির্যাতন চালানো হচ্ছে।

জামায়াতে ইসলামীর প্রবীন নেতাদের ওপর অত্যাচারের ষ্টিম রোলার চালাতে লাগল সরকার। নির্দেশ কয়েকজন শিবির নেতা কর্মীকে পুলিশ এবং ছাত্রলীগ মিলে হত্যা করল এবং অনেককে গ্রেফতার করল এবং রিমান্ডের নামে তাদের ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালাতে লাগলো। স্বভাবতই মনটা খারাপ। মামা ফোন করলেন "কবে আসছ মা?"

বললাম "মামা আজকেই তো চেতে চেয়েছিলাম। কিন্তু দেশের যা অবস্থা মনটা ভালো নেই।" ঃ "কেন, মনটা ভালো নেই কেন?" মামার উৎকণ্ঠিত কণ্ঠ.....।

বললাম "সারা দেশে নিরীহ শিবির নেতা কর্মীদের উপর যে নির্যাতন চালানো হচ্ছে....।

মামা আমাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে বললেন "ও তারা খুন করবে আর তাদের কিছু বলা হবে না। তাই না? বাঃ বেশ মজা তো!"

www.amarboi.org

মামার কথায় আহত হলাম। বললাম "মামা ঘটনা ঘটল রাজশাহীতে আর গ্রেফতার করা হচ্ছে সারা দেশের শিবির কর্মীদের। এইটা কেমন বিচার?

কিছুক্ষণ আগের মামার সেই স্নেহার্দ্র কণ্ঠস্বর একদম বদলে গেল' চিৎকার করে বললেন, "অবশ্যই গ্রেফতার করবে সারা দেশের জামাত শিবির মিছিল আর প্রতিবাদ সভা করতে শুরু করল ক্যান?"

বললাম "মামা এই যে কয়েক দিন আগে ঢাকা ভার্সিটিতে ছাত্রলীগের ছেলেরা আবু বকর নামে এক ছাত্রকে মেরে ফেলল।' তার জন্য তো সারা দেশে কোনো কথাই হলো না, বরং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বলল "এ একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা, এমনটি হতেই পারে" আর রাজশাহীর ঘটনার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী পাগলের মতো হাত পা ছেড়ে চিৎকার করতে লাগল "জামাত শিবিরকে একটা একটা করে খুঁজে খুঁজে বের করব।" এই খুন শিবির কিংবা যেই করুক, যে করেছে তার... ।"

মামা এবারও আমার কথা শেষ করতে না দিয়ে বলে উঠলেন" ঠিকই বলেছেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী, ঢাকা ভার্সিটির ব্যাপার তাদের ব্যক্তিগত কিংবা দলীয় ব্যাপার এর সাথে কারো তুলনা নেই।'

বললাম "মামা খুন তো খুনই। তা যে-ই করুক না কেন প্রত্যেকটা খুনেরই বিচার হওয়া উচিত। মামা বললেন "শোনো রুমী, আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা আমাকে তুমি ঐসব কথা বলে বোঝাতে পারবা না। জামাত শিবির তো খানে দাজ্জালের পার্টি।"

বুঝতে না পেরে বললাম "কি পার্টি মামা?" মামা রাগত স্বরে বললেন "খানে দাজ্জালের পার্টি। তাদের কাছে তো আল্লাহ নতুন করে নবী পাঠাইছে অহি নাযিল করছে। তাদের নামাজে নিয়ত করা লাগে না, তাদের কেতাবে শবে বরাত করা নিষেধ..... । আরো কত উল্টা পাল্টা কথা। তুমি তো ওদের একজন তুমি তো ওদের কথাই বলবা।"

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম "ঠিক আছে মামা আখেরাতেই এর ফায়সালা হবে কে সঠিক আর কে বেঠিক?

মামা বললেন "হ্যা হ্যা, ঠিক আছে, তাই হবে।" ফোন রেখে দিলেন। আমি অনেকক্ষণ ফোন কানে চেপে ধরে বসে থাকলাম।

আমার এই মামা ইসলাম এবং ইসলামী দল সম্পর্কে এত অজ্ঞ তা আমার জানা ছিলো না। এমনি অনেক মুসলমান আছে যাদের আল কুরআন এবং হাদিস সম্পর্কে ন্যূনতম ধারণা নেই। এরা না বুঝে কুরআন খতম করার পক্ষপাতি।

www.amarboi.org

হরফে দশ নেকির আশায় এরা কুরআন নিজেরা পড়তে না পারলেও হাফেজকে টাকা দিয়ে বছরে অন্তত একবার খতম করায়। হাদিস বলতে মুকসুদুল মুমীনিন এবং নেয়ামুল কুরআনকেই বোঝে। যে গ্রন্থ দু'খানা অসংখ্য মনগড়া কথায় ভরপুর। এই মামার মতো আমার আরো অনেক আত্মীয়-স্বজন আছেন যারা কুরআন হাদিস না জেনে না বুঝেও মুসলমান। ইসলামের বিরোধিতা করেও মু'মিন।

মুসলিম সমাজের যতো সুযোগ সুবিধা আছে তারা সবাই তা ভোগ করে, কিন্তু কোনো দায়িত্ব কিংবা কর্তব্য পালন করে না। মুসলিম বলে দাবীদারদের দায়িত্ব হলো আল্লাহ প্রেরিত এবং রাসূল (সা.) আনিত বিধান জানা, মানা এবং তা অপরের কাছে পৌছে দেওয়া। এই শ্রেণীর মুসলমানেরা এর একটি কাজও করেনা, তাই তারা কুরআন এবং হাদিস সম্পর্কে কিছু জানে না। যার জন্য তারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল-এর কোনো আদেশ কিংবা নিষেধ মানেও না। আর অন্যের কাছে দাওয়াত পৌছে দেওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না।

বরং যারা কুরআন ও হাদিস থেকে আল্লাহ এবং তার রাসূলের (সা.) আদেশ নিষেধ এবং উপদেশ সঠিকভাবে জেনেছে। সেই দাওয়াত অপরের কাছে পৌছে দেওয়ার দায়িত্ব পালন করে। তাদের বিরোধিতা করাই যেন এই শ্রেণীর মানুষদের একমাত্র ঈমানী দায়িত্ব। এদের জন্য আমার সত্যি খুব দুশ্চিন্তা হয় এই সব দুর্ভাগাদের নসীবে হাশরের দিন রাসূল (সা.)-এর শাফায়াত মিলবে তো? রাসূল (সা.) বলেছেন "আমি তখন হাওজে কাউসারের থাকব। একদল লোক আমার দিকে এগিয়ে আসতে চাইবে।

আমি আমার উম্মত বলে তাদেরকে চিনতে পারব এবং তাদের পানি দেওয়ার জন্য তাদের দিকে এগিয়ে যাব। তখন ফেরেস্তারা আমার ও তাদের মাঝখানে এসে দাড়াবে। আমাকে বলবে, হে আল্লাহর রাসূল (সা.) আপনি জানেন না আপনার অবর্তমানে এরা দ্বীনের মধ্যে কতো রদবদল করেছে। তখন আমি তাদের বলব 'ছুহকান ছুহকান।' (দূর হয়ে যাও-দূর হয়ে যাও)

মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ একটা দেশে, মুসলিম সমাজে বাস করে, নিজেকে মুসলিম পরিচয় দিয়ে এরা ইসলামের বিরোধিতা করে। ইসলাম সম্পর্কে এদের কোনো ধারণা নেই, কুরআনের জ্ঞান নেই হাদিস কাকে বলে তা অনেকে জানেই না। ধর্মীয় যে কোনো কথাকেই বলে হাদিস। কিছুই জানে না অথচ আহম্মকের মতো তর্ক করে। মহান আল্লাহ সুবহানাল্লাহ এদের কথাই বলেছেন আল কুরআনে,

"আরও কিছু লোক এমন আছে যারা কোনো পথ নির্দেশনা ও আলো বিকিরণকারী

www.amarboi.org

কিতাব ছাড়াই ঘাড় শক্ত করে আল্লাহর ব্যাপারে বিতর্ক করে। যাতে লোকদেরকে আল্লাহর পথ থেকে ভ্রষ্ট করা যায়। (সূরা হজ্জ : ৮-৯)

কুরআনে বর্ণিত মানুষের মতো মানুষ আমাদের সমাজে এত বেশী যে মাঝে মাঝে অসম্ভব মন খারাপ হয়ে যায়। বেশী মন খারাপ হয় তখন যখন দেখি এরা আমারই আত্মীয়-স্বজন।

তখন আল্লাহর কাছে ধর্না দেওয়া ছাড়া আর তো কিছু করার থাকে না আমার...।

হে রাব্বুল আলামীন, রহমানুর রহিম, তোমার এই হতভাগা বান্দাগুলোকে হেদায়াত দাও। তোমার কালাম বোঝার তৌফিক দাও। তোমার দ্বীনে পরিপূর্ণভাবে দাখিল করে নাও। আমীন, ছুম্মা আমীন।

ইবলিসের অট্টহাসি

গতরাতে, মানে ৮ই ফেব্রুয়ারী-২৬ শে মাঘ দিবা গতরাতে ইবলিসকে দেখেছি। হ্যা, আমি আজাজিল শয়তানের কথাই বলছি। শয়তান ওর বুড়ো আঙ্গুল উঁচিয়ে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে। আর আমি অসহায়ের মতো তাকিয়ে থেকে ওর কুৎসিত মুখের ততোধিক কুৎসিত আট্রহাসি দেখি আর কষ্টে ছটফট করি।

শ্যামলি, রিংরোডে আমার বাসা। বারো তলা বিল্ডিংয়ের ছয় তলায় থাকি। ব্যালকনীতে দাঁড়িয়ে নিচের দিকে তাকালেই একটি বস্তি। সন্ধ্যা হতে না হতেই বস্তিটি আলোক সজ্জায় সজ্জিত হয়ে ঝলমল করে উঠল।

মনে পড়ল গত বছরের কথা। গত বছরের এই দিনেই এই বস্তিকে এমনি আলোক সজ্জিত করা হয়েছিল। এই ছোট্ট এলাকাটির মধ্যে দুইজন পীরের মাজার।

একজন বাদশা বাবা আর একজন বাবা শাহ্ আলী। তারপর দুই পীরের ভক্তরা ঢোল, তবলা, হারমনিয়াম বাঁশী, সেতার গীতার, আরো কতো প্রকারের বাদ্য যন্ত্র আছে সব সব একত্রিত করে কণ্ঠে যতো শক্তি আছে সব প্রয়োগ করে চারিদিকে চারটি মাইক লাগিয়ে যখন ওদের হারানো বাবাদের ডাকতে লাগলো তখন আমাদের ঘুম দুনিয়া ছেড়ে পালিয়ে গেল।

রাত একটা পর্যন্ত দাঁত মুখ চেপে থেকে শেষ পর্যন্ত সহ্য করতে না পেরে আদাবর থানায় ফোন করেছিলাম। থানা থেকে খুব দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ নিয়েছিলেন তৎকালীন ওসি সাহেব।

www.amarboi.org

কিন্তু এবারের ব্যবস্থা বেশ জোরদার মনে হচ্ছে। একদিন আগেই গোটা এলাকা আলোক সজ্জিত করা হয়েছে। বিকেল থেকেই টুন টুন, গুন গুন, গানের শব্দ ভেসে আসতে লাগলো। বললাম, 'মাইক ছাড়া গুন গুন করে গান গাইলে কি আর সমস্যা আমাদের?' আমার মা আর জাকিয়া আপা এসেছে আমাদের বাসায় বেড়াতে, তাদের কাছেই বললাম কথাটা। সে রাতটা গুন গুন করেই পার করল। আমি জাকিয়া আপা আর মা'য়ের কাছে গত বছর কিভাবে ওদের চিৎকার বন্ধ করেছিলাম সেই কৃতিত্বের ফিরিস্তি হাসি মুখে খুশি মনে বয়ান করলাম। হায় আল্লাহ, আমার নসীবে যে কতো বড় দুর্ভোগ বয়ে গেছে তাতো আমি জানতাম না। রাত নয়টার পরেই শুরু হয়ে গেলো ঢোল আর ড্রামের বাড়ি। সেই সাথে আরো যতো প্রকারের বাদ্যযন্ত্র থাকতে পারে সব এক সাথে গর্জন করে উঠলো যেনো। আর গানের নামে একপাল মানুষের বেসুরো চিৎকার। নিঠুর বন্ধু শ্যামরায়, বাদশা বাবা, বাবা শাহ আলী শেষ পর্যন্ত আল্লাহ এবং রাসূল সবাইকে এলো পাথারি বাদ্যের তালে, মাতালের মতো ডাকতে লাগলো। গতবারের এই ডাকাডাকিটা বাংলায় হয়েছিল। এবারে উর্দু এবং হিন্দিতে। আমরা ঘরের মধ্যে কেউ কারো কথা শুনতে পাছিনা। গতবারের চেয়ে এবারের শিল্পীদের (?) কণ্ঠে জোর আর জোস খুব বেশী মনে হচ্ছে। যা হোক, ভাবলাম কিছুক্ষণ কষ্ট করে থেকে রাত আরো বেশী হলে থানায় জানাব। তাই করলাম রাত একটার দিকে থানায় ফোন করলাম। চিৎকারে থানা থেকে কি বলল শুনতে পেলাম না। মনে করলাম থানা থেকে নিশ্চয়ই কোনো একটা ব্যবস্থা নেবে। ব্যবস্থা নেওয়া তো দূরে থাক। বাবাদের ভক্তরা যেনো দ্বিগুণ তেজে গর্জন করতে লাগল। রাত দুইটার সময় আবার থানায় ফোন করলাম। থানা থেকে জানাল আরো চার পাঁচজন এলাকাবাসী ফোন করেছে থানায় তাই থানা থেকে চার/পাঁচজন পুলিশ এসেছিল ঘটনা স্থলে। কিন্তু বাবাদের ভক্তরা বড়ই জোরদার পজিসনে আছে। তারা উর্ধ্বর্তন কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে অনুমতি পত্র আগেই আদায় করেছে। তার মানে এবার তারা আট ঘাট বেধেই ইবাদাতে (?) নেমেছে। পুলিশরা তাদের বোঝাতে চেষ্টা করেছে ইবাদতের নামে বা সওয়াবের আশায় এসব করা ঠিক না। তাদের জন্য এই রাত দুপুরে এলাকার লোকজন কেউ ঘুমাতে পারছে না। এদের মধ্যে কেউ অসুস্থ আছে কেউ বৃদ্ধ লোক আছে.....।"

তাদের কথা শেষ করতে না দিয়ে বাবাদের ভক্তরা উল্টে তাদের শাসিয়ে বলেছে, "নিজেদের চরকায় তেল দাও। বেশী বাড়াবাড়ি করলে খবর আছে।"

বললাম "তাহলে বাবা পুলিশ, আপনারা তো আমার মতোই অসহায়।"

www.amarboi.org

বড় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে পুলিশ ভদ্রলোক বললেন, “সত্যিই তাই আমরা আপনার মতোই অসহায়। বরং তার চেয়েও বেশী।”

বললাম “তাহলে র‍্যাব অফিসের কোনো নাম্বার জানা থাকলে দয়া করে আমাকে জানান।”

ভদ্রলোক বললেন “লাভ নেই র‍্যাব অফিসে আমরাই জানিয়ে ছিলাম। গাড়ি নিয়ে র‍্যাব এসেছিল কিন্তু বললাম না– বাবাদের ভক্তরা এবার মজবুত পজিসনে আছে র‍্যাবও তাদের কিছুই করতে পারেনি।”

থপ করে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়া ছাড়া আমার আর কিছু করার নেই। প্রচণ্ড মাথা ব্যথা করছিলো। এতক্ষণ বিভিন্ন ধরনের প্রেমের গান চলছিল। এখন শুরু করল জিকিরের নামে ঢোল তবলা ও অন্যান্যা বাদ্যযন্ত্রের সাথে লা ইলাহা ইল্লাল্লা'র সম্মিলিত বিকট চিৎকার। আমার কান্না এসে গেল। আমরা কোন্ সমাজে বসবাস করছি। আল্লাহর নাম নিয়ে এইভাবে প্রকাশ্যে আল্লাহদ্রোহিতা চলছে আর আমরা আল্লাহর বান্দারা হাত পা বাঁধা অসহায় প্রাণীর মতো ছটফট করছি। কিছুই করার নেই। এভাবেই প্রচণ্ড যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে এক সময় শেষ হলো দুর্বিসহ রাতটি।

আমার মা বললেন “এই যে ওরা সারা রাত জিকিরের নামে যে তাণ্ডব চালাল তাতো আমাদের কষ্ট দেওয়ার নিয়তে না। সওয়াবের নিয়তেই, এতে কি এদের সওয়াব হবে রে মা?” সুসাহিত্যিক ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা খন্দকার আবুল খায়েরের কথা মনে পড়ল। তিনি একটা উদাহরণ দিয়েছেন “এক ব্যক্তির একটি টিয়া পাখি ছিলো। পাখিটি সে খুব ভালোবাসত। একদিন তার মনে হলো টিয়া পাখিটার ঠোঁট বাঁকা হওয়ার কারণে পাখিটা ঠিকমত খেতে পারে না।

অন্যান্য পাখিদের মতো সোজা ঠোঁট হলে ভালো হতো। ভালোভাবে খেতে পারতো। লোকটি ধারালো ব্লেড দিয়ে টিয়া পাখির বাঁকানো ঠোঁট কেটে সোজা করে দিলো। এতে টিয়া পাখিটা একেবারেই খাওয়া ছেড়ে দিলো। না খেয়ে থেকে দুই, তিন পর পাখিটা মরে যায়।” এই ব্যক্তির নিয়ত খারাপ ছিলো না। সে পাখিটির উপকারই করতে চেয়েছিল। সওয়াবের নিয়তে আল্লাহর দাসত্ব ছেড়ে দিয়ে, আল কুরআন ও হাদিসের তোয়াক্কা না করে যা ইচ্ছা তাই করলেই সওয়াব হবে, তা কি করে সম্ভব? অথচ আমাদের দেশের বিরাট একটি অংশ সওয়াব এবং জান্নাতের যাওয়ার আশায় এমন সব কাজ করে যার সাথে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের শিক্ষার সামান্যতম কোনো সম্পর্ক নেই।

www.amarboi.org

এমনি ইবাদতের নামে কতো গোমরাহির মধ্যে যে নিমজ্জিত আমাদের সমাজ। এসব দেখে কষ্ট পাই। শুধু কষ্ট পাওয়া ছাড়া আর তো কিছু করার নেই আমার।

রাসূল (সা.)-এর আনীত দ্বীনের সরাসরি বিরোধী আচরণ করে কি করে এরা রাসূলের (সা.) শাফায়াত পাবে?

হায়দার আলী গং

১৯৫৩ সালে 'মাহে নও' পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল মোহতারেম আব্দুল খালেক সাহেবের লেখা একটি রম্য রচনা। "আধুনিক মুফতি"। লেখাটি আমি অবশ্য প্রথম পড়েছিলাম। ১৯৫৮ সালে। লেখকের 'আজব দেশ' নামক বই থেকে।' আজব দেশ' বইখানি পনেরটি রম্য রচনা সংকলন। অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় হলো, তখন মানে সেই ১৯৫৩ সালে লেখক যে বিষয়গুলোকে রম্য হিসেবে তুলে ধরেছিলেন তা এখন সব বাস্তব হয়ে গেছে। আব্দুল খালেক সাহেব অত্যন্ত দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ছিলেন। তার আধুনিক মুফতির কিয়দংশ তুলে ধরছি.....।

"তাই আমরা আধুনিক, প্রগতিশীল ও গোঁড়ামী বর্জিত লোক চাই। ইসলাম তো আমরাও চাই। তাই বলিয়া সাড়ে তেরোশত বছরের জরাজীর্ণ ব্যবস্থা এই সভ্য দুনিয়ার চালু করিতে হইবে, এমনতো কোনো কথা নাই। এই জন্য পূর্ণ একটি বছর অনুসন্ধান করিয়া আইন কমিশনের নেতৃত্ব করার জন্য আমি বিচারপতি আরিফকে মনোনীত করেছি। ব্যক্তিগতভাবে আমি জানি যে, তিনি ইংরেজদের সংস্পর্শে বেশ কিছুদিন কাটাইবার সুযোগ পাওয়ায় তাহার দৃষ্টিভঙ্গিও অত্যন্ত উদার হইয়াছে। গবেষণার জন্য একজন অফিসার এবং কমিশনের কয়েকজন সদস্য নিয়োগ করা দরকার। আমি নির্ভরযোগ্য কাহাকেও পাইতেছিনা বলিয়া আপনাদের আহবান করিয়াছি। আপনারা আমাকে একজন যোগ্য লোকের সন্ধান দিন। এ ব্যাপারে আর বিলম্ব করা চলে না। কারণ মোল্লারা ইতি মধ্যেই হৈচৈ শুরু করিয়া দিয়াছে।

উজিরে আযম দাঁড়াইয়া বলিলেন, ভদ্রমহিলা এবং ভদ্রমহোদয়গণ। জনাব ছদবের প্রস্তাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়ে আমাদের প্রত্যেককেই গভীরভাবে বিবেচনা করা প্রয়োজন। দেখুন, সেদিন যখন ব্যাংককে একটি যুবতী মেয়ে আমার সঙ্গে বল নৃত্য করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিল। তখন যদি আমি তা অস্বীকার করিতাম। তাহা হইলে ইহারা বলিত, ইসলামী রাষ্ট্রের উজিরে আযম নেহাত একটি জংলী মানুষ। নাচিতে পর্যন্ত জানে না। আমাদের রাষ্ট্রের জন্য ইহা একটি কলংকজনক

www.amarboi.org

ব্যাপার হইত। এই কংলক হইতে ইসলাম ও মুসলমানদের বাঁচাইবার জন্যই আমি নাচিতে বাধ্য হইলাম।.....

একটু চিন্তা করিয়া দেখুন, আধুনিক সভ্য জগতে মদ্যপান, নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা, নৃত্য-গীত ইত্যাদি পরিত্যাগ করিলে আমরা উন্নতি করিব কি করিয়া? দেশের কতিপয় লোকের নিকট হইতে যখন এই সব প্রগতি বিরোধী দাবী দাওয়া সংবাদ পত্রে দেখি তখন লজ্জায় আমার মাথা হেট হইয়া যায়..... ।

এই সময় বিচারপতি আরিফ সাহেব দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন "আমি একজন আধনিক মুজতাহিদ আনয়ন করিয়াছি। অনুমতি পাইলে তাহাকে এখানে হাজির করিতে পারি। সভাপতি সাহেবের অনুমতিক্রমে পার্শ্ববর্তী কামরা হইতে সুট-কোট-টাই ও ক্যাপ পরিহিত এক ভদ্রলোক ঘরে ঢুকিলেন এবং মাথার ক্যাপ উত্তোলন করিয়া বলিলেন "গুড ইভনিং লেডিজ এন্ড জেন্টেলম্যান।"

ঃ "আপনার নাম? "সভাপতি সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন।

ঃ "মুফতী আব্দুল হামিদ।"

মুফতী শব্দ শুনিয়া সভাপতি সাহেব ভ্রুকুঞ্চিত করিলেন এবং বিচারপতি আরিফের দিকে তাকাইয়া বলিলেন "মুফতি দ্বারা তো কাজ চলিবে না।"

আব্দুল হামিদ সাহেব বলিলেন "স্যার আমি খান্দানি মুফতি ফতোয়া দাতা নই।"

সভাপতি সাহেব অনেকটা আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন "যে কাজের জন্য আপনাকে নিয়োগ করা হইতেছে সে সম্পর্কে আপনার পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতা?"

প্রশ্নটির উত্তর আইন কমিশনের নেতা বিচারপতি আরিফ নিজেই দিলেন, "মুফতি সাহেব পূর্বে একখানা পুস্তক লিখিয়া ইহা প্রমাণ করিয়াছেন যে, ইংরেজের প্রচলিত আইন-কানুন সবই কুরআন ও সুন্নাহ হইতে গৃহীত।

প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা (রজম) চোরের হাত কাটা, ইত্যাদি শাস্তি যে কোরআন ও সুন্নাহসম্মত নয় তাহাও তিনি বলিষ্ঠ যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন। অত্রএব তাহাকে যদি সরকারী সাহায্য দান করিয়া অধিক গবেষণার সুযোগ দেওয়া হয় তাহা হইলে তিনি আধুনিক দুনিয়ার সব কিছুই ইসলামসম্মত বলিয়া সার্টিফিকেট দিতে পারিবেন। এমন একটি প্রতিভাবান ব্যক্তি মুসলিম জাহানে বিরল..... ।"

পূর্বেই বলেছি উপরের লেখাটি ১৯৫৩ সালে লিখিত লেখক আব্দুল খালেক সাহেবের একটি রম্য রচনার অংশবিশেষ। এই লেখাটুকুর পাশে আজ

www.amarboi.org

২৫/১১/০৯ তারিখের নয়া দিগন্তের একটি সংবাদ পড়ুন। "বঙ্গবুন্ধ খলিফাতুল মুসলিমিনের একজন।"

জনৈক হায়দার আলী চৌধুরী "পবিত্র কুরআন হাদিসের আলোক খলিফাতুল মুসলিমিন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব" শিরোনামে একখানা গ্রন্থ্ রচনা করেছেন। আজ এই গ্রন্থ্খানির মোড়ক উন্মোচন করেছেন ডি.আর.ইউ. (ঢাকা রিপোর্টাস ইউনিট) মিলনায়তনে।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, "শেখ মুজিব ছিলেন খলিফাতুল মুসলিমিনের একজন।" মুসলিম বিশ্বের অসহায় দরিদ্র মুসলমান তথা সারা বিশ্বের ক্ষুধার্ত মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য বঙ্গবন্ধুর আপোষহীন লড়াই-এর কারণে বঙ্গবন্ধুই সারা বিশ্বের মুসলমানদের একমাত্র অভিভাবক ছিলেন। বক্তারা আরো বলেন, আমাদের ঈমানই হলো ধর্ম নিরপেক্ষতা। যারা ধর্ম নিরপেক্ষতাকে অস্বীকার করে তারা কুরআনকেই অস্বীকার করেন।

হায়দার আলী তার বই সম্পর্কে লিখিত বক্তব্যে বলেন–

"আমার গবেষণায় পেয়েছি পবিত্র কুরআন হাদিসের আলোকে ঈমানের প্রধান শর্তই হলো ধর্ম নিরপেক্ষতা। ধর্ম নিরপেক্ষতা না হলে ঈমানের দাবী করা যাবে না। আর যাদের ঈমান নেই তারা মুসলমান নয়। সুতরাং ধর্ম নিরপেক্ষতা ঈমানের অঙ্গ। এটি পবিত্র কুরআনের শাশ্বত বাণী। তাই খলিফাতুল মুসলিমিন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বাংলাদেশের সংবিধানে ধর্ম নিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্রের অন্যতম মূল নীতি হিসেবে উল্লেখ করে ঈমানী দায়িত্ব পালন করেছেন।

লিখিত বক্তব্যে তিনি আরো বলেন, "জয় বাংলা শ্লোগানে এতো ফয়েজ, এতো বরকত, এতো ফজিলত পেয়েছি যা বাংলাদেশ জিন্দাবাদ শ্লোগানে পাওয়া যায় না।

হায়দার আলীর বইটি আলোচকদের আলোচনা, লেখকের লিখিত বক্তব্য এসব যদি রম্য কথা হয় তো হতে পারে। তা না হলে বইখানি শুধু শয়তানের প্রেরণায় লেখা হয়েছে বললে ভুল হবে– বস্তুত বইখানি লিখেছে স্বয়ং আজাজিল শয়তান। যেমন স্যাটানিক ভার্সেস ও অন্যান্য কুখ্যাত বইগুলো শয়তান লিখেছে। আর এখানে শয়তানের প্রাইভেট সেক্রেটারির কাজটা করেছে হায়দার আলী।

আজকের হায়দার আলীর লেখা আর আজ থেকে (৫৬) ছাপান্ন বছর আগের আব্দুল খালেক সাহেবের লেখার মধ্যে বেশ মিল পাওয়া যায়। পার্থক্য এইটুকু

www.amarboi.org

আব্দুল খালেক যা কৌতুক করে লিখেছিলেন, রম্য করে লিখেছিলেন, ব্যঙ্গ করে লিখেছিলেন- হায়দার আলী তা সত্যি সত্যি লিখেছেন। নিজে বিশ্বাস করুক চাই না করুক দেশের জনগণকে বিশ্বাস করানোর জন্য প্রচার পত্র হিসেবে লিখেছে।

এ কাজের পিছনে এই অখ্যাত হায়দার আলীর কয়েকটি উদ্দেশ্য আছে। যেমন-

১. রাতারাতি পরিচিতি ও কুখ্যাত কেউ কেটা কিছু একটা হওয়া।

২. শেখ হাসিনার কৃপা দৃষ্টি বা অনুকম্পা পেয়ে ধন্য হওয়া।

৩. বিভিন্ন পদ্ধতিতে টাকা রোজগারের ব্যর্থ হয়ে সালমান রুশদী ও তসলিমা নাসরিনের মতো কোনো ইসলাম বিদ্বেষী গোষ্ঠীর নজরে পড়ে বিপুল অর্থের মালিক হওয়া।

বইখানি যখন প্রকাশ হয়েছে এই তিনটি পুরস্কারই খুব তাড়াতাড়ি হায়দার আলী পেয়ে যেতে পারে।

কিন্তু সেই সাথে তার পূর্বসূরীদের মতো আরো কিছু জিনিস হায়দার আলীকে গ্রহণ করতে হবে।

১. আল্লাহ ও সমস্ত বিশ্বের সৎকর্মশীলদের লানত।

২. মিথ্যাবাদী (কাজ্জাব) উপাধি।

৩. দুনিয়ার জিল্লতি ও আখেরাতের জিল্লতি।

ধর্ম নিরপেক্ষতা আল কুরআনের পরিপন্থী একটি মতবাদ। আর সেই বিষয়কে কুরআনের শাশ্বত বাণী বলা যে কত বড় ধৃষ্টতা। এতো বড় ধৃষ্টতা দেখানোর দুঃসাহস এরা পায় কি করে? সত্যি কথা বলতে কি এদের মধ্যে আল্লাহভীতি কিংবা আখেরাতের জবাবদিহিতার অনুভূতি মনে হয় একেবারেই নেই। এরাই আখেরাতের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবন খরিদ করে নিয়েছে বলেই মনে হয়।

সবচেয়ে মজার কথা হলো- এদের নাম খাঁটি ইসলামী আরবী তো বটেই সাহাবীদের নামের সাথে মেলানো। এদের নাম যদি গগণ পবণ দুযোধন কিংবা সবিতা-মৌমিতা জাতীয় কিছু হতো তবে এদের বই কেউ ছুঁয়েও দেখতো না। নামটাই এদের পুঁজি। ইসলামী নাম নিয়েই এরা ইসলামের বিরোধিতা করে।

আমরা গর্ব করে বলি বাংলাদেশের মানুষ ৯০% মুসলমান। কিন্তু সত্যিই কি তাই? এই ৯০% এর ভেতরে তো এইসব হায়দার আলী গং-রাও আছে। এরা আল কুরআনের বিরুদ্ধে কথা বলে- কুরআনের নামে। তারপর নিজেদেরকে

www.amarboi.org

মুসলমান বলে দাবী করে। শুধু দাবীই না তাদের সাথে যারা একমত নয় তাদেরকে মুসলমান নয়। বলে ঘোষণা দেয়।

আর আমরা যারা মুসলমান তারা এদের দৌরাত্ম্য দেখি আর মনে মনে আফসোস করি কেউ কেউ স্বার্থের খাতিরে এদের সাথেই হাত মেলাই। শাফায়াত মিলবে কি এইসব মানুষের?

এ কেমন পর্দা

আমাদের সমাজের অধিকাংশ মানুষই নামাজ পড়ে না। তার চেয়েও বেশি মানুষে পর্দা করে না। অনেকে বোরখা পরেও পর্দা করে না। অনেক মেয়েই ইদানিং বোরখার মতো একটা গায়ে পরে কিন্তু মাথাটা ঢাকে না।

আমি ঠিক বুঝে পাই না পর্দা করাই যদি উদ্দেশ্য না হয় তাহলে এই গরমের মধ্যে এই জুব্বাটা পরে থাকার প্রয়োজন কি?

একদিন সহযাত্রি এক মেয়েকে বললাম, "এই গরমের মধ্যে এই পোশাকটা কেন পরেছ?

মেয়েটি আমাকে পাল্টা প্রশ্ন করল "আপনি কেন পরেছেন?"

বললাম, "আমি পরেছি পর্দা করার জন্য। আল্লাহ আমার জন্য পর্দা ফরজ করেছেন। আমার হাতের পাতা, পায়ের পাতা ও মুখমণ্ডল বাদে সারা দেহ ঢেকে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।"

মেয়েটির ওড়না এতক্ষণ গলায় ঝুলানো ছিলো, মাথায় তুলে দিতে দিতে বলল, "আমিও এই উদ্দেশ্যেই পরি। তবে নতুন শুরু করেছি তো তাই এখনও অভ্যাস করে উঠতে পারিনি।"

আর একদিন এক মেয়েকে জিজ্ঞেস করতেই বলল, "বিশেষ প্রয়োজনে তাড়াতাড়ি বাইরে আসতে হয়েছে। পরনের পোশাক চেঞ্জ করার সময় পাইনি। তাই যা পরা ছিলাম তার উপরে এটা পরে এসেছি।"

বললাম, তার মানে পর্দা করার নিয়তে পরেনি।" স্পষ্ট উত্তর দিলো মেয়েটি- "না"।

যে নিয়তেই পরুক, মাথা ঢাকুক চাই না ঢাকুক নামকাওয়াস্তে হলেও এরা যে মুসলমান তা বোঝা যায় এই পোশাকটি পরলে। কারণ অর্থাৎ ধর্মাবলম্বী কোনো মেয়ে কোনো অবস্থাতেই এই পোশাকটি পরে না।

www.amarboi.org

পোশাকের ব্যাপারে অবশ্য আমাদের দেশে একটা বিরাট পরিবর্তন এসেছে। এ দেশের মেয়েরা এক কালে শুধু শাড়িই পরতো। স্কুলে পড়ার সময় স্কুল ড্রেসের ফ্রক পায়জামা, কিংবা সালোয়ার কামিজ পরলেও বিয়ের পর সবাই শাড়ি পরতো। এরপর সন্তানাদি হওয়ার আগ পর্যন্ত সালোয়ার কামিজ পরতে দেখা গেল কাউকে কাউকে। আর এখন তো ধনী-গরীব, হিন্দু-মুসলমান, অল্প বয়স্ক অধিক বয়স্ক নির্বিশেষে অধিকাংশ মহিলাই থ্রি-পিস নামক সালোয়ার কামিজই পরে। শাড়ি পরা এখন একেবারেই শখের ব্যাপার। শহর থেকে এখন গ্রামগঞ্জেও পরিলক্ষিত হচ্ছে এই পরিবর্তন।

১৯৭৬ সাল থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত যশোর সিটি কলেজেই পড়াশুনা করেছি। আমাদের কলেজে কোনো বোরখা পরা মেয়ে দেখিনি। খুব সম্ভব ১৯৭৮ সালে বি.এস.সি-তে মনোয়ারা বেগম নামে এক মেয়ে ভর্তি হলো আমাদের কলেজে। বোরখা পরা। অবাক হলাম, বাসায় এসে বাবার কাছে বললাম, বোরখা পরা মেয়েটির কথা। বাবার কাছে খুঁটি নাটি সব কথাই বলতাম তো! বাবা বললেন, মেয়েটি মনে হয় বিবাহিতা; অর্থাৎ তখন বাঙালি মুসলিম বিবাহিতা মেয়ে ছাড়া কেউ বোরখা পোশাকটি পরতো না। তবে মনোয়ারা বিবাহিতা ছিলো না। পারিবারিক পরিবেশই হয়তো ওরা ধার্মিক ছিলো। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই মনোয়ারার বান্ধবীরা তার বোরখা খুলে ফেলতে সক্ষম হলো। এরপর দেখেছি বাড়ি থেকে বোরখা পরে আসলেও কলেজে এসে মনোয়ারা প্রায়ই বোরখা খুলে ফেলতে বাধ্য হতো বান্ধবীদের যন্ত্রণায়।

সত্যি কথা বলতে কি আমাদের স্কুল কলেজে, তখন বোরখা পরা মেয়ে একদম ছিলো না। সেই তুলনায় আজকে মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েরা অনেক ভালো অনেক শালীন।

উচ্ছৃঙ্খল, বেপর্দা, বেআব্রু মেয়েও প্রচুর আছে। কিছু কিছু মেয়েকে দেখি জিন্স প্যান্ট পায়ের নিচ থেকে ফিট পরিমাণ ভাঁজ করে উপরে তুলে রেখেছে তার এক সাথেই হেঁটে যাচ্ছে যে ছেলেটি তার প্যান্ট গোঁড়ালির নিচ পর্যন্ত ঝুলিয়ে দিয়েছে। ইবলিসের কৃতিত্ব দেখে অবাক হয়ে যাই। অথচ আল্লাহ এবং তার রাসূলের (সা.) শিক্ষা হলো পুরুষের টাখনু খোলা থাকবে, তার প্যান্ট থাকবে টাখনুর উপরে আর নারীদের পোশাক থাকবে পায়ের পাতা পর্যন্ত।

এই যেসব মেয়েরা খোলা মেলা বাইরে ঘোরা ফিরা করে এরা সবাই মুসলমানের মেয়ে। মাওলানা দিয়ে এদের বিয়ে পড়ানো হয়। আকিকা দেওয়া হয়েছে, মরে

www.amarboi.org

গেলে জানাযা পড়া হবে 'মিল্লাতে রাসূলুল্লাহ' বলে পরিয়ে দিয়েই তাকে কবরে পৌঁছে দেওয়া হবে।

এক শ্রেণীর মহিলাদের কথা তো আগেই বলেছি এরা বোরখা নামক একটা কিছু পরে ঠিকই কিন্তু পর্দা করে না এবং পর্দা করার নিয়তেও পোশাকটা পরে না। তবু মনে হয় এরা বেশ কিছুটা নমনীয় তবে আর এক শ্রেণীর মেয়ে আছে যারা জিন্স-ফতুয়াও পরে না কোনো প্রকারের বোরখাও পরে না। তারা শাড়ি কিংবা সালোয়ার কামিজ পরতেই অভ্যস্ত। এরা জিন্স-ফতুয়াকে যতটা অপছন্দ করে তার চেয়ে বোধ হয় বেশী অপছন্দ করে বোরখা পরাকে।

এরা নামায পড়ে, রোযা রাখে, নফল নামায-রোযাও এদের আগ্রহ আছে। আল কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের আমল (?) করে। সারা বছর না পারুক অন্তত রমযানে কুরআন খতম করে। কুরআনের বিশেষ বিশেষ আয়াত এদের মুখস্থও আছে। প্রয়োজনে তারা কুরআনের আমল (?) করে কিন্তু কুরআন অনুযায়ী কাজ করে না। আল্লাহ সুবহানাল্লাহ তায়ালা কতো জোরালো এবং স্পষ্টভাবে বলেছেন পর্দার কথা–

"মুমিন পুরুষদের বলুন তারা যেনো তাদের দৃষ্টিকে অবনত রাখে এবং লজ্জা স্থানের হেফাজত করে। এতে তাদের জন্য খুব পবিত্রতা রয়েছে। নিশ্চয়ই তারা যা করে আল্লাহ তা অবহিত আছেন। মুমিন নারীদেরও বলুন তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং তাদের লজ্জা স্থানের হেফাজত করে। আর তারা যেন যা সাধারণতঃ প্রকাশমান তাছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেনো তাদের মাথার ওড়না বুকের উপর ঝুলিয়ে দেয় এবং তারা যেনো তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, নিজেদের পরিচিত স্ত্রীলোক, বৃদ্ধ, যৌন কামনা মুক্ত পুরুষ ও বালক যারা নারীদের সম্পর্কে এখনও অবগত নয়। তাদের ছাড়া আর কারো কাছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, তারা যেনো তাদের গোপন সাজসজ্জা প্রকাশ করার জন্য জোরে পদচারণা না করে। হে মুমিনগণ তোমরা সবাই আল্লাহর সামনে তাওবা করো। যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।" (সূরা আন নূর : ২৭-৩১)

আবার বলা হয়েছে–

"হে নবী আপনি আপনার স্ত্রী এবং কন্যাদের এবং মুমিনদের স্ত্রীদের বলুন : তারা যেনো তাদের চাদরের কিছু অংশ নিজেদের মুখমণ্ডলের উপর টেনে দেয়। এতে

www.amarboi.org

তাদের চেনা সহজ হবে। ফলে তাদের উত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।" (সূরা আহযাব : ৫৯)

যারা কুরআন খতম করে তারা নিশ্চয়ই এই আয়াতগুলো পড়ে কিন্তু তা তারা মানে না এদেরকেই আল্লাহ বলেছেন, "তোমরা কুরআনের কিছু আয়াত মানবে আর কিছু অস্বীকার করবে?"

আল্লাহ সুবহানাল্লাহ বলেছেন, "হে ঈমানদারগণ তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামের মধ্যে দাখিল হও এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না।"

পর্দা না করলে তা পরিপূর্ণভাবে ইসলামের মধ্যে দাখিল হওয়া গেল না। তাহলে যারা পর্দা করে না তারা অনুসারী শয়তানের দেখানো পথে চলে।

উপরে যে তিন শ্রেণীর বেপর্দা মেয়েদের কথা আলোচনা করেছি। এরা ছাড়াও আরও এক শ্রেণীর মহিলা আছে যারা পর্দা করে। তারা আল্লাহকে ভালোবাসে, ভয় করে, সন্তুষ্টচিত্তে আখেরাতের মুক্তির আশায় পর্দা করে।

আর যারা পর্দা করে না তারাও জানে যে পর্দা করা ফরজ। পর্দা করা আল্লাহর নির্দেশ। এই নির্দেশ অমান্য করলে গুনাহগার হবে। এরা আলাদা কোনো সমাজের লোক নয়। আমাদেরই আত্মীয়-স্বজন অতি প্রিয়জন। এদের বিপদে মুসিবতে বিচলিত হই, অসুখে-বিসুখে সেবাযত্ন করি, এদের সুখে সুখি হই, এদের কষ্টে কষ্ট পাই। এরা তো আমাদেরই একজন। আল্লাহর স্পষ্ট হুকুম অমান্য করার পরও আমরা মুসলমান।

দাবী করলেই কি পাওয়া যাবে?

কথায় বলে যে মায়ের চেয়ে বেশী ভালোবাসে তার নাম ডাইনী।

মা সন্তানকে গর্ভেধারণ করেছেন। কষ্টের উপর কষ্ট সহ্য করে প্রসব করেছেন। আহার, নিদ্রা ত্যাগ করে লালন-পালন করেছেন। সন্তান হওয়ার পরে তার নিজস্ব কোনো আনন্দ আহ্লাদের মূল্য না দিয়ে শুধু সন্তানের কল্যাণ কিসে হবে সেই কাজ করেছেন এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মা সন্তানের কল্যাণ কামনাই করেন। সেই মায়ের চেয়ে কারো বেশী ভালোবাসা দেখাতে যাওয়া মানেই ভিতরে কোনো দূরভিসন্ধি বা কোনো কুউদ্দেশ্য আছে। মায়ের চেয়ে অন্য কেউ বেশী ভালোবাসতে পারে না। এটাই সত্য কথা সারা বিশ্বজাহানের মালিক প্রভু মহান আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করেছেন। মায়ের বুকে খাদ্য আর প্রাণে স্নেহ মমতা

www.amarboi.org

দিয়েছেন। বাবার অন্তরে দিয়েছেন ভালোবাসা। যার দেওয়া আলো বাতাসে বেড়ে উঠেছি। যার অনুগ্রহ ছাড়া একটা নিঃশ্বাস নিতে বা ছাড়তে পারি না। যিনি আমাকে সুঠাম করেছেন, সুন্দর করেছেন। জ্ঞান দিয়েছেন, বুদ্ধি দিয়েছেন। খাদ্য দিয়েছেন, পানীয় দিয়েছেন, সংসার, সন্তান, জীবন, সাথী, মা-বাবা, ভাই-বোন, বন্ধু-স্বজন পারস্পারিক ভালোবাসা, সৌহার্দ্য প্রেম সব যার দয়ার দান। আর দিয়েছেন এমন একটি সুষ্ঠু জীবন পদ্ধতি যার মধ্যে আছে একটি সুষম অর্থনৈতিক জীবনাদর্শ, একটি সুবিন্যস্ত সামাজিক প্রতিষ্ঠান একটি দেওয়ানী, ফৌজদারী ও আন্তর্জাতিক আইন বিধি, একটি ভারসাম্যপূর্ণ উত্তরাধিকারী আইন ব্যবস্থা এবং একটি নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবন ব্যবস্থা। যা সবই আমাদের দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের জন্য। নির্দিষ্ট একটা সময়ের জন্য তিনি আমাদের পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। সময় শেষ হলেই ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক তাঁর কাছে ফিরে যেতে হবে। তার দেওয়া নির্ধারিত সময়ের বেশী একটা মুহূর্ত থাকা যাবে না।

সেই মহান সত্তার চেয়ে যদি অন্য কেউ বেশী ভালোবাসা দেখায়। মহান প্রভুর বিরুদ্ধাচরণ করতে বুদ্ধি দেয়, আর বোঝাতে চায় যে মহান প্রভু আমাদের কল্যাণ চান না। বরং আমাদের ঠকাতে চান। তাহলে এই বুদ্ধিদাতা কে? সে কি স্বয়ং ইবলিস না?

বিশ্বের কোনো দেশে, কোনো মতবাদে কোনো ধর্মে, কোনো আইনে, কোনো জাতির মধ্যে এমন সুষ্ঠু, সুন্দর ভারসাম্যপূর্ণ উত্তরাধিকারী আইন ব্যবস্থা নেই যা মহান আল্লাহ সুবহানাল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের দিয়েছেন। এমন পক্ষপাতহীন বণ্টন পদ্ধতি প্রণয়ন করা নারী পুরুষের সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ ছাড়া কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। আমাদের দেশে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠিত নেই বিধায় অন্যান্য আইনের মতো উত্তরাধিকারী আইনের সুফলও আমরা ঠিক মতো পাই না।

আমাদের সমাজের ৯০% মহিলা বাপ-দাদার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত। কোনো কোনো বাবারাই জীবিত থাকতে সম্পত্তি ছেলেদের নামে লিখে দিয়ে যায়। আবার কোনো কোনো জায়গায় বাবারা লিখে দেয় না ঠিকই কিন্তু ভাইয়েরা কোনো দিনই সে সম্পত্তি বোনদের দেয় না।

আমার শ্বশুর আর আমার বড় ভাসুরের শ্বশুর দু'জনে বন্ধু মানুষ ছিলেন। আমার শ্বশুরই আগে মারা যান। তিনি সম্পত্তি কাউকে লিখে দিয়ে যাননি। তাকে

www.amarboi.org

একদিন আমার বড় ভাসুর বললেন, "বাবা আপনি থাকতেই জমিজমাগুলো ভাগ করে দিয়ে গেলে হতো না?" আমার শ্বশুর বললেন, "আল্লাহর দেওয়া সম্পত্তি যত দিন আল্লাহ তাওফীক দিলেন আমি ভোগ করে গেলাম। আমি ভাগ করার কে? আমি চলে যাওয়ার পর আল্লাহর আইন মতো তোমরা ভাগ করে নিও। আমি এর মধ্যে নেই।" আর তার বন্ধু (আমার বড় ভাসুরের শ্বশুর) সব স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি তিন মেয়েকে কিছুই না দিয়ে ছয় ছেলেকে লিখে দিয়ে গিয়েছেন।

আমাকে একদিন বললেন, তোমার শ্বশুর কাজটা ভালো করে গেলো না। তার মধ্যে আবার মেয়েই চার জন। তারাই তো প্রায় অর্ধেক পেয়ে যাবে।"

বললাম, "তাওই সাহেব, আমার শ্বশুর চলে গেছেন, আপনিও যাবেন, আমরাও যাবো। ওখানে যেয়েই বোঝা যাবে আপনিই সঠিক কাজ করেছেন না আমার শ্বশুরই সঠিক কাজ করেছেন।"

এমনি অনেক বাবা এবং ভাই আছে যারা ছলে, বলে, কৌশলে, মেয়েদের ঠকায়। আবার স্বামীদের তরফ থেকেও মেয়েরা ঠকে। সমাজে কম স্বামীই আছে যারা সঠিকভাবে মোহরানা পরিশোধ করে। মেয়েরা যেনো ঠকতেই এসেছে পৃথিবীতে।

শিক্ষিত সচেতন নারী সমাজ যদি এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতো তাহলে একটা উপযুক্ত কাজ হতো। মহান আল্লাহ প্রদত্ত ন্যায্য অধিকার আদায়ের আন্দোলনে আমরা সবাই সক্রিয় হতাম। কিন্তু তা না করে এই তথা কথিত নারীবাদীরা খোদ আল্লাহর দেওয়া বিধানে হাত দিয়ে বসল। তারা বুঝাতে চাইল আল্লাহই নারীদের উপর যুলুম করেছে। (আসতাগফিরুল্লাহ, নাআউযুবিল্লাহ)

মায়ের চেয়ে মাসীর দরদ বেশী। প্রবাদটি ছোট বেলাতেই শিখেছিলাম। কিন্তু এই দরদকে কি বলব? মায়ের চেয়ে পরশীর দরদ বেশী?

এ আন্দোলনের এক শীর্ষ নেত্রী হলেন হেনা দাস– অনাসৃষ্টি কতো আর দেখব? 'মহিলা ও শিশু এবং সংস্কৃতি' বিষয়ক উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরী মৌলবাদ রুখতে নারী ইস্যুতে দলীয় গণ্ডির বাইরে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে জাতীয় ঐক্যমত সৃষ্টির আহ্বান জানিয়েছেন। এরা ইসলামকে এখন আর ইসলাম বলে না, বলে মৌলবাদ।

পাশাপাশি বাড়িতে বাস করা হেনা দাসরা যে বাপের সম্পত্তিও পায় না স্বামীর কাছ থেকেও কিছু পায় না। তারা নিজেদের জন্য আন্দোলন না করে, আমাদের জন্য মরাকান্না শুরু করল ক্যান এটাই বুঝে আসছে না।

www.amarboi.org

এই সব নারীবাদীরা আমাদের সমাজকে পুরুষ শাসিত বলে যতোই গালি দিক না কেন বাস্তব সত্য হলো পিতার মৃত্যুর পর সংসারের যাবতীয় ঝক্কি ঝামেলা পুত্রের উপর এসেই পড়ে। মায়ের চিকিৎসা, ভরণ-পোষণ, ছোট ভাই-বোনদের লালন পালন, লেখা-পড়া, বিবাহিতা বোন দুলাভাই, ভাগ্না-ভাগ্নীদের আদর-আপ্যায়ন, বিধবা কিংবা তালাকপ্রাপ্তা বোনটির দেখাশোনা। প্রয়োজনে কোর্টে কেস পরিচালনা সবই করতে হয় পুত্রকে সন্তানকে। পাশের বাড়িতেই বড় বোন বাস করে, তাকে এসব কিছুই ভাবতে হয় না। দায়িত্বের বেলায় যেখানে এতো ছাড়। এমনকি নিজের ভরণ-পোষণের দায়িত্বটা তার নিজের না। আল্লাহ্ পাক যে ন্যায় বিচারক, তারই দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন পিতা-মাতার সম্পত্তিতে কন্যার চেয়ে পুত্রের অংশে দ্বিগুণ করে। অবশ্য এতে মেয়েদের অংশ কম হয়নি। পুরুষরা তো মোহরানা পায় না যা মেয়েদের জন্য অবশ্য প্রাপ্য। মোহর হচ্ছে মুসলিম নারী পুরুষের বিবাহের প্রধান শর্ত। মোহর নির্ধারণ করা ছাড়া বিয়েই হয় না। আগেও বলেছি অনেক ক্ষেত্রে মেয়েরা তাদের সঠিক পাওনা থেকে বঞ্চিত। এই ব্যাপারে আন্দোলন হওয়া উচিত। তা না করে আল্লাহর বিধান নিয়ে টানাটানি। বেয়াদপী আর কাকে বলে?

আসলে কোনো মুসলিমই আল্লাহর আইনের বিরোধিতা করে না। করতে পারে না।

যারা আল্লাহ্ প্রদত্ত আইন ও বিধানের সমালোচনা করে। সংস্কার করতে চায়, পরিবর্তন করতে চায়, তারা ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায়, তারা মুরতাদ হয়ে যায়। নাম তাদের রাশেদা, রোকেয়া, তসলিমা, নিপু, দিপু, হেনা, সেলিনা যাই হোক না কেন। তারা আর কোনো মুসলিম মা-বাবার উত্তরাধিকারী হতে পারে না। এটাই ইসলামের বিধান। এইসব অপাংক্তেয় অবার্চিনদের নিরর্থক হৈ চৈ-তে ইসলামের কোনো ক্ষতি হতে পারে না। ইসলামের কোনো ক্ষতি কোনো দিন হয়নি– হবেও না ইনশাআল্লাহ।

যারা ইসলামের বিরুদ্ধে এইসব অপতৎপরতায় লিপ্ত তারাও নিজেদেরকে মুসলিম বলে এবং রাসূলের (সা.) উম্মত বলেই দাবী করে। কিন্তু দাবী করলেই কি সব পাওয়া যায়? কি জানি দুনিয়াতে ক্ষমতার জোরে কিছু দাবী করলে পাওয়া যেতেও পারে কিন্তু আখেরাতের ব্যাপারটা ভিন্ন। সেখানে মুক্তির প্রধান সোপান রাসূলের (সা.)-এর শাফায়াত যে ব্যক্তি রাসূল (সা.)-এর শাফায়াত পাবে তার কোনো ভয় কিংবা দুশ্চিন্তার কারণ থাকবে না। আর শাফায়াত বা সুপারিশ তো পাবে সেই

www.amarboi.org

ব্যক্তি যে দুনিয়ার জীবনে প্রতিটি পদক্ষেপে রাসূল (সা.)-কে অনুসরণ করেছে। তা না করে যারা রাসূল (সা.)-কে মানলোই না বরং তার বিরোধিতায় তৎপর থাকলো– আর নিজেদেরকে মুসলিম বলে পরিচয় দিলো। মুসলমানের মতো নাম রাখল– এতেই মিলবে কি শাফায়াত?

কুলখানি

কুলখানি, চল্লিশা, জেয়াফত যে নামেই ডাকি না কেন কাজ একটাই। বাড়ির কেউ মারা গেলে তার উদ্দেশ্যে আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীকে আনন্দ করে খাওয়ানো। এই অমানবিক কাজটা যে কিভাবে সমাজে প্রতিষ্ঠা পেলো ভাবতেই অবাক লাগে।

এই কাজটি যদি মৃত ব্যক্তির রূহের মাগফেরাতের জন্য হয় তবে এতো বড় বেদাত এবং নাজায়েয কাজ আর হতে পারে না। ইবাদতের নামে অনেক বেদাত আমাদের সমাজে জাক জমকের সাথে পালন করা হয়। তার মধ্যে এই কুলখানি অনুষ্ঠানটি অন্যতম। বেদাত বুঝতে হলে আমাদের আগে ইবাদত বুঝতে হবে। ইবাদতের বিপরীত কাজ হলো বেদাত। রাসূল (সা.) যে কাজ যেভাবে করার নির্দেশ দিয়েছেন সেই কাজ সেইভাবে করার নাম ইবাদত। আর রাসূল (সা.) যে কাজ করেননি, করতে বলেননি সেই কাজ সওয়াবের আশায় করার নাম বেদাত। এক ব্যক্তি রাসূল (সা.)-এর কাছে এসে বলল, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মা মারা গেছেন, আমি তার জন্য কি করতে পারি? রাসূল (সা.) বললেন, "তুমি তোমার মায়ের জন্য দু'আ করো আর তোমার মায়ের পক্ষের আত্মীয়-স্বজনের সাথে ভালো ব্যবহার করো। মায়ের অসিয়ত ও দেনা থাকলে পরিশোধ করো।"

রাসূল (সা.) তো বললেন না 'উট, দুম্বা জবাই করে বিরাট আকারে খানাপিনার ব্যবস্থা করো। মা-বাবার জন্য কি দু'আ করতে হবে তাও আল্লাহ পাক শিখিয়ে দিলেন।

"রব্বির হামহুমা কামা রব্বাইয়ানি সগিরা" হে আমার রব, আমার মা-বাবা যেভাবে শিশুকালে আমাকে আদরে লালন করেছে তুমিও তাদের তেমনি আদরে লালন করো আর মায়ের পক্ষের আত্মীয়-স্বজন মানে– নানা-নানী, মামা-মামী, খালা-খালু, খালাতো, মামাতো ভাই-বোন তাদের সন্তানাদি, মায়ের বান্ধবি মেলামেশার লোকজন। এদের সাথে ভালো ব্যবহার এবং এদের খোঁজ-খবর নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মায়ের মৃত্যুর পরবর্তী আমল হিসেবে।

www.amarboi.org

আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা.) একবার দূরের এক বেদুঈন পল্লীতে হাজির হয়ে এক বৃদ্ধ বেদুঈন সর্দারকে সালাম দিয়ে তার সামনে কিছু হাদিয়া পেশ করলেন। বৃদ্ধ বেদুঈন আবদুল্লাহ্ বিন ওমরকে চিনতে না পেরে বললেন, "কে বাবা আপনি? আপনাকে তো চিনতে পারলাম না।"

আবদুল্লাহ্ বললেন, "আমি ওমর ইবনে খাত্তাবের পুত্র। ছোটবেলা দেখেছি বাবার সাথে আপনার খুব সখ্যতা ছিলো। আমার বাবা মারা গিয়েছেন তাই বাবার হক আদায় করার জন্য আমি আপনার কাছে এসেছি। বেদুঈন সর্দার আবদুল্লাহ্কে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে কাঁদলেন এবং হযরত ওমর (রা.)-এর জন্য প্রাণ খুলে দু'আ করলেন।

এই হলো ইসলামী পদ্ধতি। মুসলমানেরা এই পদ্ধতি বাদ দিয়ে জেয়াফতের দিক-নির্দেশনা কোথায় পেলো?

আমার বাড়ির পাশেই এক বৃদ্ধ আর তার স্ত্রী বাস করে। তাদের ছেলে-মেয়েরা তাদের দেখাশুনা করে না। দুইটা দুধের গাভী আছে, বাড়িতেই ছোট্ট একটা দোকান চালায়। এতেই দুইজনের কোনো রকমে চলে যায়। হঠাৎ বৃদ্ধ মারা গেলো, বৃদ্ধা কান্নাকাটি করে অস্থির। বৃদ্ধাকে আমি খালা বলে ডাকি। ছেলে-মেয়েরা বৃদ্ধের আগের পক্ষের খালার নিজের কোনো সন্তানাদি নেই। সদ্য বিধবা খালাকে শান্ত্বনা দিয়ে বাড়ি আসলাম। দুই দিন পরে খালা এসে আমার হাত চেপে ধরে হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল। "আমার কি উপায় হবে গো মা– আমি এখন কি করব?"

বুঝতে না পেরে বার বার বলতে লাগলাম– খালা কি হয়েছে তোমার? আগে বলো।

খালা কাঁদতে কাঁদতে যা বলল তার মূলকথা– খালার স্বামী বৃদ্ধ আসমত মিয়া যতদিন না খেয়ে জীবিত ছিলো তার ছেলেরা কোনো দিনই তার খোঁজ-খবর নিতে আসেনি। মৃত্যুর পর তিন ছেলে দুই মেয়ে, জামাই সবাই এসেছে। আলাপ-আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হয়েছে আসমত মিয়ার গাভী দুইটি বিক্রি করে তার কুলখানি করতে হবে। বৃদ্ধা জয়গুন বিবি শোক ভুলে প্রতিবাদ করে বলেছে ও গাভী দু'টা তোমাদের বাবার না ওটা আমার। আমার মৃত্যুর পর তোমরা ও ওটা বিক্রি করো। এখন বিক্রি করে দিলে আমি খাবো কি? আমারে কে দেখবে?

কিন্তু ওদের যুক্তিতর্ক তারা শোনেনি আজ হাঁটবার একটা গাভী তারা জোর করে নিয়ে গেছে বিক্রি করার জন্য। আর একটা নাকি কুলখানির দিন জবাই করবে। বৃদ্ধা জয়গুন বিবি বার বার বলতে লাগলো– "মা গো আমি ক্যান মরলাম না।"

www.amarboi.org

জয়গুন বিবির কান্নায় অনেকে দুঃখ পেলেও কারো কিছু করার নেই 'কুলখানি' তো করাই লাগবে।"

এতো গরীবের কথা ধনীদের ব্যাপারটা অন্যরকম। সে বিরাট আয়োজন। গরু, খাসী, মুরগী। এর মধ্যে আবার শ্রেণীভেদও আছে। গরীবদের জন্য এক রকম রান্না আর ধনী আত্মীয়-স্বজনের জন্য অন্য রকম রান্না। আমার বোনের শ্বশুরের কুলখানিতে গিয়েছিলাম– সারারাত ব্যাপি গরু, খাসি জবাই আর কোটা বাছার কাজে কর্মরত লোকদের চিত্ত-বিনোদনের জন্য ভি.সি.ডি-তে রাতভর সিনেমা দেখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাড়ির সবাই মেহমানজন নিয়ে এতোই ব্যস্ত ছিলো যে নামাযের কথা তো অনেকেরই মনেই ছিলো না। বৈঠকখানায় একদল হাফেয বসে ঝুলে ঝুলে কুরআন পড়ছে। আত্মীয়-স্বজনের উপস্থিতি হাক ডাক ও হাসাহাসিতে বাড়ি মুখরিত। কারো ভিতরে এতোটুকু শোকের লেশ নেই। কোনো প্রকার মন খারাপ নেই। আনন্দ-উৎসব। বাপের মৃত্যুতে সবাই যেনো আনন্দে আত্মহারা।

আমি বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে তাকিয়ে থাকলাম এ কেমন অমানবিক অনুষ্ঠান!

কম বেশী সর্বত্রই এইভাবে কুলখানি অনুষ্ঠানটি হয়। যাদের নগদ টাকা নেই তারা বাপের জমি বিক্রি করে এই অনুষ্ঠান করে। বাপ-মা জীবিত থাকতে হয়ত সন্তানেরা তাদের খোঁজও নেয়নি– ঔষধ পত্র কিনে দেয়নি কিন্তু মৃত্যুর পরে এই অনুষ্ঠানটি করে বড় স্বতঃস্ফূর্তভাবে।

অথচ এই অনুষ্ঠানের সাথে সওয়াবের লেশমাত্র নেই। মৃত ব্যক্তি সামান্যতম উপকার এতে হয় না। এই ধারা চলে আসছে হিন্দুদের শ্রাদ্ধ থেকে।

ইতিহাস খুঁজে দেখেন আমাদের পূর্বপুরুষেরা হিন্দু ছিলেন। তাই আজও হিন্দুয়ানি ধ্যান-ধারণা থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পারি না। কোনো কোনো এলাকায় তো মনষা পূজা, শীতলাদেবীর পূজার এখনো প্রচলন আছে। কয়েক বছর থেকে নতুন করে শহরের শিক্ষিত মানুষেরা বাঙালি সংস্কৃতি চর্চার নামে শুরু করেছে 'নববর্ষ' পালন, যা হিন্দুদের বৈশাখী পূজা।

রাসূল (সা.)-এর আমলে যখনই কেউ মুসলমান হতো তার পেছনের সব ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-চেতনা পছন্দ অপছন্দ, কাজ কর্ম, আমল আকিদা চলা-ফেরা, লেন-দেন, আয়-ব্যয় যাপিত জীবনের সকল দিক পরিবর্তিত হয়ে সে পরিশুদ্ধ হয়ে

www.amarboi.org

যেতো। জাহান্নামগামী মানুষটি জান্নাতগামী হয়ে যেতো। আমরা ভারত উপমহাদেশের মুসলমানরা কেন সেইভাবে নিজেদের পরিবর্তন আনতে পারলাম না? কেন হিন্দুয়ানী প্রভাব বলয় থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পারলাম না? কেন নিজেদের নির্ভেজাল তাওহীদি সংস্কৃতির সালসাবিল ছেড়ে পৌত্তলিক সংস্কৃতির ঘোলা পানিতে হাবুডুবু খাই? মহান আল্লাহর দরবারে হাজির হয়ে কি জবাব দেবো আমরা? রাসূল (সা.)-এর শাফায়াত জুটবে তো এইসব শিরক-বেদাতের পরও ভাবতে অবাক লাগে... আমরা কেমন মুসলমান?

অত গোঁড়ামী ভালো না

আমরা প্রায় সবাই বলি 'ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থার নাম। কিন্তু গভীরভাবে কি ভেবে দেখেছি একথার তাৎপর্য কি? যা পূর্ণরূপে ইসলামী মূলনীতি ও চিন্তা-চেতমার উপর নির্ভরশীল। যার মধ্যে দুনিয়া ও আখেরাত, আসমান-জমিন, শাসক-শাসিত, নারী-পুরুষ এবং বংশ ও সমাজের যাবতীয় বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তাই তো মহান আল্লাহ সুবহানাল্লাহ তায়ালা বলেন, "তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামের মধ্যে দাখিল হও এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না।"

অর্থাৎ ইসলাম বাদে অন্য সব পথই হলো শয়তানের দেখানো পথ।

অথচ আমরা নির্দিষ্ট কয়েকটি আনুষ্ঠানিক ইবাদত ছাড়া জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে ইবলিসের অনুসরণ করে চলেছি। জীবনের কর্মধারাকে দু'ভাবে ভাগ করে নিয়েছি। দ্বীনদারী আর দুনিয়াদারী। অথচ ইসলামে দ্বীনদারী ও দুনিয়াদারী বলতে আলাদা কোনো বিষয় নেই। প্রত্যেকটি দুনিয়াদারী কাজই দ্বীনদারী কাজ হয়ে যেতে পারে, যদি কাজটি আল্লাহর হুকুম মতো করা হয়। ইসলামের দাবী জীবনের ছোট বড় প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আল্লাহকে একমাত্র হুকুম কর্তা এবং রাসূল (সা.)-কে একমাত্র অনুসরণীয় ব্যক্তিত্বরূপে মেনে নেওয়া। সহজ এবং সত্য কথা হলো আল কুরআনের শিক্ষার বিপরীত চিন্তা-চেতনা কাজ ও অভ্যাসে অভ্যস্ত হলে সে কোনো অবস্থাতেই মুসলিম থাকতে পারে না। মুসলিম শব্দের অর্থই তো আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি আত্মসমর্পণকারী। এই আত্মসমর্পণ হবে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে। যাপিত জীবনের কোনো দিকই এর আওতা মুক্ত হবে না। এই তথ্য জানার পরও যখন দেখি নামায, রোযায় অভ্যস্ত মুসলমান পর্দাকে বলে বাড়াবাড়ি তখন কেমন লাগে?

www.amarboi.org

আমার হাসব্যান্ডের বন্ধু একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার। এককালে দুইজনে সমমানের ছিলেন। বন্ধুটি বিশেষ বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন এবং উপরওয়ালাকে খুশী করার কলা-কৌশল জানেন বিধায় পরপর দু'টি প্রমোশন নিয়ে এখন তিনি বড় অফিসার। তারপরও তিনি পুরনো বন্ধুদের এখনও বন্ধুর মতোই ভাবেন– এজন্য তাকে প্রশংসা করি।

যা হোক, সেদিন মোবাইল টেলিফোনে কথা হলো। খুব উচ্ছসিত ভঙ্গিতে এবং আন্তরিকতা নিয়েই কথা বলছিলেন ভদ্রলোক। এক পর্যায়ে বললাম, "ভাই ভাবীকে নিয়ে বেড়াতে আসেন।"

ভদ্রলোক উত্তর দিলেন, "হ্যা আসব। অবশ্যই আসব। কিন্তু আমার সামনে আপনি পর্দা করতে পারবেন না কিন্তু।"

বললাম, "তা কি করে হয় ভাই সাহেব? আল্লাহর আইন কুরআনের বিধান এতো মানতেই হবে।"

আবদারের সুরে বললেন এবার ভদ্রলোক "ওসব আমি বুঝি না। আমি আপনার আপনজন। নূর আমার ছোট বেলার বন্ধু। আমার সামনে আপনি পর্দা করতে পারবেন না। অতো গোঁড়ামী কিন্তু ঠিক না। আমরাও নামায, রোযা করি।"

কি বলব বুঝে উঠতে না পেরে টেলিফোন রেখে দিলাম। এই ভদ্রলোকের বয়স ৫৫/৫৬ হয়ে গেছে। নিজেকে মুসলমান বলে পরিচয় দেন তো নিশ্চয়ই। নামও মুসলমানের মতো। বিয়ে-শাদী, বাচ্চাদের আকীকা, খতনা, দু'আ-দরুদ দৈনন্দিন জীবনের এই কাজগুলো মুসলমানের মতোই করেন। মৃত্যুর পর জানাযা কবরও হবে মুসলমানের মতো। কিন্তু জীবনের সবক্ষেত্রে তারা ইসলামকে মানতে রাজি নয়।

আর একটি ঘটনা, বদলি হয়ে এসেছি মাদারীপুর জিলার শিবচর থানায়। এখানে আসার আগেই আম্মা একটা ঠিকানা দিলেন তার চাচাতো বোনের। আমি ছোট বেলা দেখিছি সে খালাম্মাকে। এইখানে তার বিয়ে হয়েছে। খালাম্মা প্রাইমারী স্কুলের টিচার, খালুজান হাইস্কুলের হেডমাষ্টার। যা হোক খালাম্মাদের বাসায় বেড়াতে গেলাম। সবার সাথে পরিচয় হলো। আমি সারাদিন বোরখা পরেই থাকলাম। কারণ খালাম্মাদের বাসায় অনেক পুরুষ লোক। একান্নবর্তী পরিবার।

এরপর খালুজান হঠাৎ একদিন আমাদের বাসায় এলেন। আমি ঘরোয়া পোশাকে ছিলাম। খালুজানকে দেখে আলনা থেকে বড় একটা ওড়না পরলাম। খালুজান বেশীক্ষণ বসলেন না। তাড়াতাড়ি চলে গেলেন। আর আসেননি আমাদের বাসায়।

www.amarboi.org

বেশ কিছুদিন পরে খালাম্মা একদিন এলেন। আমি অভিযোগের সুরে বললাম, "খালাম্মা আপনারা আসেন না কেন? সেই কবে খালুজান একবার আসল আর এলো না...।" আমার কথা শেষ না হতেই খালাম্মা গম্ভীর স্বরে বললেন, "তোমার বাসায় তোমার খালুজান আসবে কি অপমানিত হওয়ার জন্য?" খালাম্মার কথা শুনে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। কোনোমতে বললাম, "অপমানিত মানে?"

খালাম্মা রাগতঃ স্বরে বললেন, "সেদিন তোমার বাসায় তোমার খালুজান আসছে আর তুমি ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে গেছো। বোরখা, চাদর টানাটানি শুরু করে দিয়েছ। এরপর আর কোনো ভদ্রলোক তোমার বাসায় আসে নাকি? এই যেমন সেদিন তুমি আমাদের বাসায় গেলে। সারাদিন তোমার ঐ জুব্বা খুললে না। এটা কি স্বাভাবিক আচরণ? ধার্মিক হও ভালো কথা তাই বলে বাড়াবাড়ি করো না। গোঁড়ামী কোনো অবস্থাতেই ভালো না।"

খালাম্মা আমাকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে আরো বেশ কিছু কথা শুনিয়ে চলে গেলেন। আমার এই প্রিয়জনদের কি করে বুঝাবো এটাই আল্লাহর বিধান। আল্লাহ পাক যে চৌদ্দজন পুরুষের সামনে খোলামেলা আসার অনুমতি দিয়েছেন- আমার হাসব্যান্ডের ঘনিষ্ঠ বন্ধু আর আমার খালুজান যে তাদের মধ্যে নেই একথা তো তাদেরই জানা দরকার।

হয়তো তারা কোনো দিনই জানবে না- মানবেও না বরং যারা মানতে চায় তাদের বিরোধিতা করবে। গোঁড়া বলবে, বাড়াবাড়ি বলবে, মৌলবাদী বলবে...।

আমাদের বারো আনা আত্মীয়-স্বজন এই রকম। কষ্টে বুকটা ভেঙ্গে যায়।

আমার এই সব আত্মীয় পরিজনেরা যদি তাদের মনোভাব পরিবর্তন না করে। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের (সা.) দিক-নির্দেশনা অনুযায়ী না চলে তাহলে কি করে রাসূলের (সা.) শাফায়াত মিলবে?

২৫জন্মদিন

আপা জন্মদিন পালন করলে কি পাপ হবে? আহমাদের প্রশ্নে একটু চুপ করে থেকে বললাম, "আসলে পাপ-পুণ্যের ব্যাপার না, ব্যাপারটা হলো ভালোবাসার। যার অন্তরে আল্লাহ এবং তার রাসূলের প্রতি ভালোবাস। থাকবে সে এমন কিছু করবে না যা আল্লাহ করতে বলেননি, রাসূল (সা.) বলেননি এবং করেননি। ইসলামী আমল আকীদার মধ্যে যা নেই- তা করবে কেন? আর যাই হোক জন্মদিন পালন করার মধ্যে সওয়াব তো নেই তাই না?"

www.amarboi.org

ঃ না সওয়াবের জন্য না– এই এমনি একটু আনন্দ করা। একটু মেহমানদারী করা। বলল আহমাদ। “ঠিক আছে তা না হয় করলে। নির্দোষ একটু আনন্দ কিংবা মেহমানদারীতে কোনো পাপ নেই। কিন্তু বিজাতীয় অনুকরণ তো আর নির্দোষ থাকে না। তা দোষের মধ্যে পড়ে যায়। রোযা পালনের মতো ভালো এবং পুণ্যের কাজেও রাসূল (সা.) বিজাতীয় অনুকরণ করা থেকে নিজে বিরত থেকেছেন এবং অপরকেও বিরত রেখেছেন। হযরত ওমর (রা.) একবার প্রস্তাব করেছিলেন যে তাওরাত, ইঞ্জিলের কিছু ভালো কথা লিখে রাখা যাবে কিনা। রাসূল (সা.) তাকে তা করতে নিষেধ করেছিলেন।

আহমাদের স্ত্রী প্রতিবাদ করে বলল, “না– মনে করেন এই আর কি– জন্মদিন কিংবা বিবাহ বার্ষিকীর দিন একটু মনে করা কিংবা একটু দু'আ করা।”

কি বলব এদের? বললাম, “ঠিক আছে তা না হয় করলে, কাউকে দাওয়াত দিলে কিংবা দু'আর করলে কিন্তু খৃষ্টানদের মতো জন্মদিনের কেক কাটা কিংবা মোমবাতি জ্বালানো। এগুলো নিঃসন্দেহে বিজাতীয় অনুকরণ। এসব করা যাবে না। এদের সম্পর্কে রাসূল (সা.) বলেছেন, “যারা যে জাতির অনুকরণ করবে– তাদের হাশর সেই জাতির সাথে হবে।” বিজাতীয় অনুকরণ করতে রাসূল (সা.) কঠিনভাবে নিষেধ করেছেন। আনন্দ উৎসব এমনকি ইবাদতের ব্যাপারেও যেনো তাদের সাথে সাদৃশ্য না হয় সে ব্যাপারেও তিনি সতর্ক ছিলেন। হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল (সা.) যখন মক্কা থেকে মদীনায় আসেন তখন তিনি মদীনার স্থানীয় দু'টি জাতীয় উৎসব দিবস সম্পর্কে অবগত হন। ঐ দুই দিবসে মদীনাবাসীরা খেলাধুলা ও আনন্দ ফুর্তি করতো। রাসূল (সা.) ঐ দিবসটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। মদীনাবাসীরা বলেন, “সেই জাহেলী আমল থেকে আমাদের মধ্যে এ দু'টি দিন পালনের ধারা চলে আসছে। আমরা এই দু'দিন খেলাধুলা ও আনন্দ তামাশা করে কাটাই। তখন রাসূল (সা.) বলেন, “আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্য ঐ দুই দিবস অপেক্ষা দু'টি উত্তম দিন দান করেছেন। ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা। (আহমাদ, আবু দাউদ ও নাসাঈ)

অর্থাৎ অন্য ধর্মাবলম্বীদের নির্দোষ আনন্দ দিবসকে তিনি নিজেদেরকে জন্য বহাল রাখেননি। আর একবার রাসূল (সা.) সব সময় আশূরার দিন রোযা রাখতেন। মদীনায় এসে দেখলেন ইহুদীরা এইদিন রোযা করে। রাসূল (সা.) বললেন, “তোমরা এই দিনে রোযা রাখো নাকি? ইহুদী বলল, “হ্যা এই দিনে আমরা রোযা রাখি এই দিন মূসা (আ.) ফেরাউনের হাত থেকে নাজাত পেয়েছিলেন

www.amarboi.org

তাই এই দিনে আমরা রোযা রাখি। রাসূল (সা.) বললেন, "তোমাদের চেয়ে আমি মূসা (আ.)-এর বেশী হক আদায়কারী। আগামী বছর থেকে আমরা দু'টি রোযা করবো।"

ইহুদিদের থেকে আলাদা আমল করার জন্যই রাসূল (সা.) দু'টি রোযা করার কথা বলেছিলেন। এই সব কথাবার্তা হচ্ছিল একটি জন্মদিনের অনুষ্ঠানেই। নিযাম সাহেবের ছোট ছেলের প্রথম জন্মদিন। আমাকে দাওয়াত দেওয়া হয়েছে অন্যভাবে- "আপা আগামীকাল বাদ মাগরিব আমার বাসায় একটি তাফসীর মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে আপনি সপরিবারে আমন্ত্রিত। উল্লেখ্য ঐদিন আমার কনিষ্ঠ পুত্রের জন্মদিন।

খুশি হলাম এই ভেবে- জন্মদিনের নামে ইংরেজদের অনুকরণে মোমবাতি জ্বালানো, কেক কাটা, হাততালি দিয়ে গান গেয়ে শুভেচ্ছা জানানো ইত্যাদি কাজগুলোর পরিবর্তে নিযাম সাহেব ঘরোয়া পরিবেশে তাফসীরের মাধ্যমে পরিবারের সদস্যদের কুরআনের কিছু কথা শুনানো আর ছেলের জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করার আয়োজন করেছেন।

এরপর হয়তো খানাপিনার কিছু ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু না নিযাম সাহেব আমার ভাবনার চেয়ে আরও বেশী করেছেন। তিনি দুই দিকই রক্ষা করেছেন। যারা তাফসীর পছন্দ করেন তাদের নিয়ে তাফসীর করেছেন। আর যারা কেক কেটে 'হ্যাপি বার্থ ডে টু ইউ' পছন্দ করেন তাদের জন্য সে ব্যবস্থাও করেছেন।

মক্কা বিজয়ের পরে আরবের সব মুশরিক, বেদুঈনেরা অনিচ্ছা সত্ত্বেও মুসলমান হয়েছিল। কিন্তু মূর্তির মহব্বত অনেকেই ছাড়তে পারছিল না- তারা নামাযে আসতো ঠিকই কিন্তু লুকিয়ে সাথে ছোট ছোট মূর্তি রাখতো। এই নিযাম সাহেবদের অবস্থা কি তেমনি হয়ে গেলো? পাশ্চাত্য প্রভুদের মহব্বত কি এরা ছাড়তেই পারে না? তাদের শেখানো কালচার যে কোনো মূল্যে ধরে রাখতেই হবে? কয়েক দিন পরেই আহমাদের স্ত্রীর জন্মদিন। এই জন্যই ওরা মনোযোগ দিয়ে শুনছিল। অনুষ্ঠান ওরা কিভাবে করবে তারই বোধ হয় দিক-নির্দেশনা নিচ্ছিল।

আহমাদ তার স্ত্রীর জন্মদিন পালন করেছে। আমাকে প্রশ্ন করেছে জন্মদিনের অনুষ্ঠান করবে কি করবে না সে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য না- আমি পছন্দ করি কি করি না সেইটা বোঝার জন্য। যদি পছন্দ করি তাহলে দাওয়াত দেবে আর যদি পছন্দ না করি তাহলে দাওযাত দেবে না।

www.amarboi.org

হ্যা, আহমাদ আমাকে দাওয়াত দেয়নি। কেকের চারপাশে উনিশটা মোমবাতি জ্বালিয়ে আহমাদ তার স্ত্রীর জন্মদিন অনুষ্ঠান পালন করেছে। হয়তো স্ত্রীর শুভ কামনাও করেছে। আমি তাকে রাসূল (সা.)-এর হাদীস উল্লেখ করে প্রমাণ দিলাম বিজাতীয় অনুকরণ করা উচিত নয়। রাসূল (সা.) নিষেধ করেছেন। তারপরও সে না করে পারল না। রাসূল (সা.)-এর অপছন্দনীয় কাজটা (বিজাতীয় অনুকরণ) আহমাদ কেন ত্যাগ করতে পারল না? তাহলে আমার কাছে শুনল কেন?

বুঝি না। বিশ্বাস করুন আমি সত্যি বুঝি না- জেনে বুঝে এইভাবে বিজাতীয় অনুকরণ করার পর, বিজাতীয় অনুকরণ করলে যে বিজাতিদের সাথে হাশর হবে একথা জানার পরও আমরা যারা এই সব বিজাতীয় কাজের মহব্বত পরিত্যাগ করতে না পারি, ভালো করে ভেবে দেখেন তো আমাদের ঈমানী মজবুতি কতোখানি- সবচেয়ে বড় কথা হলো এই সব বিজাতীয় আচার অনুষ্ঠানাদিতে নিমজ্জিত হলে রাসূলের (সা.) শাফায়াত মিলবে তো?

www.amarboi.org

আহসান পাবলিকেশন
কাটাবন বাংলাবাজার মগবাজার
www: ahsanpublication.com